শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এম্ এ, বি এল

মূল্য আট আনা

প্রকাশক
সিটী বুক সোসাইটী
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট.
কলিকাতা

আর্ট প্রেস
৮০-৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
এম. মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১৯

এই গ্রন্থ

আমার

আরাধ্যতম পুণ্যস্মরণীয়

পিতৃদেব

ও

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে

অর্পণ করিলাম।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-ভাষ

কোনও একটা বিরাট বিবর্ত্তন অথবা বিকাশ যখন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, তখন দেখা যায় তাহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের বহু সমবেত চেষ্টা, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা মহৎ তাহারা পাথর কাটিয়া রাস্তা করিয়া যায়, যাহারা ক্ষুদ্র তাহারা ঢেলা-মাটি কুড়াইয়া পিছনে চলে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। বাণাপাণির বরপুত্রদিগের পশ্চাতে নগণ্য সেবকের দল নিয়তই ভিড় করিয়া চলিয়াছে। বৃহত্তের সহিত ক্ষুদ্রের, সফলের সহিত নিষ্ফলের এই সহযাত্রা চিরন্তন। বঙ্গবাণীর গল্প-ভাণ্ডারকে যে সকল সেবকগণ শ্রীসম্পদে পূর্ণ, লাবণ্য-সুষমায় ভাস্বর করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের পশ্চাতে আমার এই অকিঞ্চিৎকর উপচার লইয়া দাঁড়াইবার দুঃসাহসের এইটুকু মাত্র কৈফিয়ৎ।

গল্পগুলি সম্বন্ধে আমি একটি মাত্র নিবেদন করিতে চাই। অনেকগুলি গল্পে পতিতা অথবা পুণ্যপথ-ভ্রষ্টার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার কারণ সংসারের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে ইহাদিগকে আমি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি না। সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই হয়ত' মুহূর্ত্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই হয়ত' তাহার জন্য দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে, এবং এমন যদি কেহ উদার-হৃদয় মহানুভব থাকেন যাঁহারা তাহাদের অপরাধকে মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার হয়ত' তাহাদিগকেই আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে, প্রেমময়ী নারীরূপে ফিরিয়া পাইতে পারে। পাপ দৃঢ়-সংস্কারবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে,

পতনের প্রারম্ভেই যদি ক্ষমা তাহাকে উদ্ধার করে, তাহা হইলে সে উদ্ধার ব্যর্থ হয় না, কৃতজ্ঞতায়, প্রেমে, শ্রদ্ধায় তাহা পবিত্র, সুন্দর ও মঙ্গলময় হইয়া উঠে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে আমার সামান্য বক্তব্য আছে। গল্প লেখা এক এবং তাহাদিগকে ঘষিয়া মাজিয়া সভ্য-সমাজোপযুক্ত করিয়া মুদ্রা-যন্ত্রের কঠিন কবলের মধ্যেও তাহাদিগের প্রতি সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, ছোট বড় নানারূপ ত্রুটি ও ভ্রম সংশোধন করিয়া প্রকাশের আলোক দান করা আর এক কথা। গল্প লেখার সমূহ ত্রুটি আমার, ইহাদিগকে প্রকাশিত করিবার সমস্ত যত্ন, সতর্কতা ও আয়াস আমার সোদরোপম শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। ইঁহাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য না পাইলে পুস্তক প্রকাশের কল্পনাও আমার মনে স্থান পাইত না. ইঁহাদের প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

সব গল্পগুলিই ইতিপূর্ব্বে ভারতী, প্রতিভা অথবা মৃণ্ময়ীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—পুস্তকে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র।

ভাগলপুর,
১লা বৈশাখ, ১৩১৯

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

মঞ্জরী

প্রত্যাবর্ত্তন

গরমের ছুটিতে বিনোদ আপনার দেশে আসিয়াছিল।

জলের মাছকে ডাঙ্গায় ছাড়িয়া দিলে তাহার যেমন অবস্থা হয় বিনোদেরও অবস্থা প্রায় তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতায় প্রত্যহ নিত্য-নূতন আকর্ষণ, প্রত্যহ নব নব

আনন্দের ব্যবস্থা মানুষকে নিয়ত চঞ্চল সজাগ রাখে,—সুতরাং সেখান হইতে আসিয়া উদ্যমহীন আনন্দহীন রসুলপুর গ্রামে যদি চিত্ত হাঁফাইয়া উঠে, তাহাতে আর বিচিত্র কি !

দ্বিপ্রহরের তপ্তবায়ুর মধ্যে মন কেবলই কলিকাতার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবে। সন্ধ্যার সময় চারিদিকে যখন অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠে, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য হইতে ঝিল্লি অবিরাম শব্দ করিতে থাকে, তখন মন গোলদীঘির তৃণশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোকদীপ্ত রাজপথ ও বিচিত্র শোভাময় প্রমোদভবনের মধ্যে আনন্দের আশায় ব্যর্থ ঘুরিয়া মরিতে থাকে।

ঘরের ভিতরকার আকর্ষণের মধ্যে এক বৃদ্ধা পিসিমা, এবং শুনা যায় নাকি তাঁর অগাধ অর্থরাশি! কিন্তু কোনটাই এই চঞ্চল-স্বভাব যুবককে নিবিড় ভাবে বাঁধিতে পারে নাই। তাই ঘরের বাহিরে, যেখানেই আনন্দের উদ্যোগ দেখা যাইত সেইখানেই এই লঘু-স্বভাব যুবকটি আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া ফেলিত।

রসুলপুরের অসহ্য রৌদ্রে এবং ধুলার মধ্যে চোখ কান বুজিয়া কোন রকমে সে গ্রীষ্মাবকাশের অবসান প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সহসা একটা আনন্দের আয়োজন দেখা গেল। শুনা গেল, এবার ধুমধাম করিয়া বারোয়ারী পূজা হইবে।

বাস্, আর কোথা যায়! বিরাট একটা চাঁদার খাতা লইয়া বিনোদ একদল ছেলের মুরুব্বি হইয়া চাঁদা আদায়ে বাহির হইয়া পড়িল। তখন আর ধূলাকে ধূলা জ্ঞান নাই, রৌদ্র তখন আর কষ্টকর বোধ হয় না। সময়ের ভাত অসময়ে খাওয়ার প্রতীক্ষায় পড়িয়া থাকে, এবং অনাদৃত বইগুলো যথাস্থানে ফিরিয়া গেল।

পূজা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা ততই বাড়িয়া উঠিল। ঠাকুর গড়িবার জায়গায় একদল ছেলে; কেহ গোল করিতেছে, কেহ কারিকরের প্রশংসা করিতেছে, কেহ বা লুব্ধ দৃষ্টিতে কার্ত্তিক ঠাকুরের অর্দ্ধনির্ম্মিত 'পম্প্‌সু'র দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আসর যেখানে প্রস্তুত হইতেছে, সেখানে আর একদল ছেলে; কেহ দৌড়াইতেছে, কেহ লাফাইতেছে, কেহ ঝগড়া করিতেছে, কেহ বা মিস্ত্রীর অস্ত্রে হাত কাটিয়া কাঁদিতেছে। এমনি করিয়া গ্রামখানিতে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল।

একে কলিকাতায় থাকে, তাহাতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, সুতরাং বিনোদের গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি ছিল। সকল

বিষয়েই সে কার্য্যকারীদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ফেলিল, এবং সেজন্য গ্রামের ছেলে-বৃদ্ধ কাহারও অনুযোগ করিবার কোনও কারণ ঘটিল না।

২

পূজার আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে একটা প্রধান অঙ্গ ছিল যাত্রা। এক মেয়ে-যাত্রার দল অদূরবর্ত্তী গ্রামে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল, পূজার কয়েক দিন অভিনয়ের জন্য তাহাদের আনা হইল।

যাত্রার কথা শুনিয়া বিনোদ গোড়াটায় খুব ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছিল; কলিকাতায় যে থিয়েটার দেখে তাহার নিকট আবার যাত্রা কি! তারপর যখন তাহারই উপর তাহাদের খাওয়ান, অবস্থান ইত্যাদির ভার দেওয়া হইল, তখন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ভার গ্রহণ করিল।

প্রথম রাত্রের অভিনয় রাবণ বধ। নিতান্তই তাহার উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাই যাইতে হইল। তাহা না হইলে, যাত্রায়, বিশেষ রাবণ-বধ দেখিতে, যাইবার তাহার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু অভিনয় দেখিয়া বিনোদ মুগ্ধ হইয়া গেল! বিশেষ লক্ষ্মণের অভিনয়। সুন্দর সুশ্রী যুবাপুরুষ, তাহার

অভিনয়ের কি কৌশল! ভ্রাতৃপ্রেমের আকর্ষণে সংসারের সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিয়া যে লক্ষ্মণ বনের দীর্ঘ তপস্যা বরণ করিয়া লইয়াছিল—এ যেন সত্যই সেই প্রেমোজ্জ্বল স্নিগ্ধ-কান্তি তাপস! মাতার স্নেহ, বিরহিতা পত্নীর দীর্ঘশ্বাস যাহাকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, শ্রীকৃষ্ণের করুণ বাঁশীর আহ্বানে সর্ব্ব-ত্যক্তা রাধিকার মত যে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া যোগীবেশে বাহির হইয়াছিল, এ যেন তাহারই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! পথ-নিষ্ক্রান্ত লক্ষ্মণকে গবাক্ষ-পথে দেখিয়া ঊর্ম্মিলা যখন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল, তখন কি জানি কেন বিনোদের সমস্ত অন্তর তাহারই মত লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অযোধ্যার রাজ-গৃহে যে আহ্বান-বাণী মূক ভাবে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অশ্রুজলের সহিত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, আজ যেন তাহাই বিনোদের সমস্ত চিত্তের মধ্যে আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল,—সে দিনকার আর্ত্ত আহ্বান-বাণী আজ তাহার নিরুদ্ধ চিত্তের মাঝখানে প্রকাশহীন বেদনায় গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বিনোদ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া বসিয়া যাত্রা দেখিতে লাগিল—সমস্তটা যেন একটা আগাগোড়া

স্বপ্নের মত, একটা প্রহেলিকার মত, বোধ হইতেছিল! সে যেন বহুদিনকার বিস্মৃত রাজ্যের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এবং তাহার মোহ এই জটামণ্ডিত মধুর-শ্রী তাপসকে আশ্রয় করিয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠিয়াছিল!

তাহার পর সে দিনকার মত যাত্রা যখন শেষ হইয়া গেল, তখনও বিনোদের মাথার মধ্যে ঝী ঝী করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ যখন পরিবর্ত্তিত-বেশে বিরজারূপে দেখা দিল, তখনও বিনোদ কিছুতেই আপনাকে মোহমুক্ত করিতে পারিল না।

বিরজা দেখিতে সুশ্রী—কিন্তু চঞ্চলা; যেন আপনাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারে না। বসন্তাগমে পুষ্পিতা লতার মত তেমনি সুন্দরী, তেমনি ক্রীড়াশীলা।

নিরালয় পাইয়া বিনোদ তাহার সহিত কথা কহিল। গোড়াটায় লজ্জা করিতেছিল—কিন্তু সে লজ্জাও সে দূর করিয়া দিল। কথাবার্ত্তা এইরূপ হইল:—

"যাত্রার দলে থাকা তোমার কেমন লাগে?"

বিরজা হাসিয়া কহিল "ভাল না। নিতান্ত পেটের দায়ে থাক্‌তে হয় তাই—"

বিনোদ কহিল "যদি তুমি অন্যত্র যাবার কোন সুযোগ পাও?—"

বিরজা কহিল "কি রকম সুযোগ বুঝতে পারলাম না"—বলিয়া বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনোদ থতমত খাইয়া বলিল "না, না, কোন বিশেষ সুযোগের কথা বলছিনে—তবে যদি তুমি পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের মত থাকবার সুবিধা পাও তা হ'লে—"

বিরজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তা হ'লে বোধ হয় সেইটেই পছন্দ করি। এ জীবন আর ভাল লাগে না। দশ বৎসরের মেয়ে যখন ছিলাম, তখন এই যাত্রার দলে ঢুকেছি। তখন মনে করতাম চিকের বাইরে সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দ। এখন যাত্রা করবার সময় চিকের দিকে চেয়ে মনে হয়, বোধ হয় তারই ভেতর আনন্দ ও শান্তি সঞ্চিত আছে—যাত্রা ক'রে মানুষ ভোলানোর চেয়ে বোধ হয় যাত্রা দেখায় সুখ।"

তিন দিনের মধ্যে সকলেই বিনোদ ও বিরজার ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিল। দলের মধ্যে ও দলের বাহিরে ইহা লইয়া কানাকানি চলিতে লাগিল—যাত্রার অধিকারিণী ইঙ্গিতে বিরজাকে একটু আধটু শাসন করিতেও ছাড়িল না,—এবং বিনোদের হিতৈষীগণ স্থির করিলেন, যাত্রার দল চলিয়া গেলে তাঁহারা বিনোদকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন।

কিন্তু বিনোদ ও বিরজা উভয় পক্ষকেই হতাশ করিয়াছিল। চতুর্থ দিনের প্রাতে যখন যাত্রার দল বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদ বন্ধ করিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল তখন দেখা গেল, বিরজা নাই এবং গ্রামের মধ্যে সন্ধান করিয়া বিনোদকেও কোথায় পাওয়া গেল না।

৩

বিনোদ ও বিরজা হলুদগাঁয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। হলুদগাঁয়ের জমিদারী কাছারীতে বিনোদ একটা চাকুরী গ্রহণ করিল। স্বচ্ছসলিলা নদীর উপরে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া দুজনে রহিল।

আদর্শ জীবনের কথা বিনোদ পড়িয়াছিল, এবং আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছাও যে তাহার ছিল না, এমন নহে। কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন তাহা হইয়া উঠিল না, তখন তাহার উপস্থিত জীবনকেই যতটা সম্ভব আদর্শের কাছাকাছি লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

নদীর উপর ছোট একখানি কুটির—কুটিরের চারিদিকে ফুলের গাছ, এবং কুটিরের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা, ইহা অপেক্ষা কবিত্বের উপাদান আর কি হইতে পারে?

কিন্তু তবুও কিসের যেন একটা অভাব ঠেকিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর শুষ্ক মুখে যখন বিনোদ কাছারী

হইতে ফিরিত তখন বিরজা সযত্নে তাহার সরবৎ আনিয়া দিত এবং বিবিধ প্রকারে তাহার ক্লান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বিনোদ যা চাহিত, ঠিক যেন তা পাইত না। আপনার গৃহ-দ্বার পরিষ্কার করিয়া, সময়ে বিনোদের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া, যত্ন এবং সেবার পরাকাষ্ঠা করিয়াও বিনোদকে কেন যে তুষ্ট করিতে পারিত না, সে তাহা ঠিক বুঝিত না। বিনোদ একটি সেবাপরায়ণা নারী পাইয়াছিল —কিন্তু হায় সে যে আরও অধিক প্রত্যাশা করিত!

এই গৃহ-কোণের ভিতর এই অবরোধের মধ্যে বিরজা যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। লোকের মধ্যে, কোলাহলের মধ্যে, দশ বৎসর বয়স হইতে যে আত্মবঞ্চনা করিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ আজ এই নিরালায় স্তব্ধতার মধ্যে অন্ধকার গৃহ-কোণে আপনাকে গোপন করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। এই উচ্ছ্বসিত মদিরোন্মত্ত যৌবন, এই অপরূপ রূপ, ইহাদের অবসান কি এই রুদ্ধ গৃহ-কোণে—এই প্রাচীরের মধ্যে! বিশ্বের সম্মুখে বসন্তের প্রাতে কলকণ্ঠ কোকিলের মত সে সবেমাত্র যখন গান ধরিয়াছিল, এবং মুগ্ধ বিশ্ব তাহার পানে বিস্ময়নেত্রে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন সহসা গান সমাপন করিবার ত' তাহার সময় আসে নাই!

মোটের উপর দুই জনেই ভুল বুঝিয়াছিল। বিরজা যখন ভাবিয়াছিল যে যাত্রাকারিণীর জীবন তাহার আর ভাল লাগে না—তখন সে ভুল ভাবিয়াছিল; গৃহের যে একটি শান্তিময় পবিত্র চিত্র তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত, বিরলভাষী বিনোদের হলুদগাঁয়ের এই গৃহ-কোণের সহিত সে তাহাকে কিছুতেই মিলাইতে পারিত না; গৃহের মঙ্গলানন্দের যে আভাস মাঝে মাঝে তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইত, এখানে যেন সে তাহার কোন্ পরিচয় পাইত না!

বিনোদও কেমন হইয়া গিয়াছিল! কল্পনাবলে সে যে একটি সুন্দর শুভ প্রেম-রাজ্য সৃজন করিয়াছিল—তাহার সার্থকতা কোথায়? যে নারীর জন্য সে আপনাকে নিরাশ্রয় করিয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়াছিল—তাহার সম্বন্ধে তাহার আশা পূরিল কৈ—?

অন্ধকার গৃহ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল, এবং দুই দম্পতী কলের মত আপনাদিগের বাহিরের কাযে যতই বেশী মনোযোগ দিতে লাগিল, তত বেশী তাহাদের হৃদয় পরস্পর হইতে পৃথক হইতে লাগিল। দোষ কাহার জানি না কিন্তু কথায় কথায় মনোমালিন্য, মনোবিবাদ জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এবং এই প্রেমহীন আনন্দহীন গৃহ উভয়েরই পক্ষে মরুভূমির মত হইয়া উঠিল।

৪

অবশেষে একদিন স্নিগ্ধ সুন্দর নবীন অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে বিনোদ আর বিরজাকে খুঁজিয়া পাইল না।

খুব যে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছে—যাহাতে মানুষকে সংজ্ঞাহীন করিয়া দেয়—এমন বোধ হইল না, তবে সমস্ত হৃদয় একটা বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল, মনে হইল ভিতরটা যেন অসাড় হইয়া যাইতেছে।

বিনোদ ভাবিল, আর কেন? চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দুই চক্ষু যেখানে যায় বাহির হইয়া পড়ি। সংসারে তাহার যে সামান্য স্নেহবন্ধন ছিল তাহা হইতেও সে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করিয়াছে—আজ রিক্ত, চরিত্রহীন হইয়া কেমন করিয়া সে পিসিমার কাছে ফিরিবে? ফিরিলেও কি আর সেখানে স্থান পাইবে?

সারাদিন সে কাজে গেল না,—ইচ্ছা, সন্ধ্যার সময় একাকী গিয়া মনিবের নিকট ইস্তফা দিয়া আসিবে। বিশ্বের দৃষ্টি হইতে সে আপনাকে যত দূরে রাখিতে পারে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল।

কিন্তু স্নেহশীল মনিব তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন, এ সময়ে যদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে পারো তবেই জীবন কতকটা সহনীয় হইবে, তাহা না হইলে কর্ম্মহীন

হইয়া কি শাস্তি পাইবে? তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না—অগত্যা যাওয়া হইল না।

সেই চঞ্চল স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী, সেই বাড়ী, সেই ঘর, এবং সেই পুষ্প-মণ্ডিত তরু আজো তাহার নিরানন্দ গৃহের মাঝখানে বিরাজিত, কিন্তু তাহার জীবন-সূত্রে যে একটা জটিল জোট পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে লইয়া সে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পায় না! সামান্য দিনেকের চঞ্চলতা তাহার জন্য যে সারা জীবনের অপমান এবং দুঃখ বহন করিয়া আনিয়াছে,—হায়! তাহার শেষ কোথায়?

সে আপনাকে ধিক্কার দেয়—ভাবে তাহার উচিত শাস্তি হইয়াছে, কিন্তু তবু অবুঝ মন অতীত স্মৃতির পিছনে, সুখের একটা আশা, একটা অতীত সম্ভাবনার পিছনে বৃথা ঘুরিয়া মরে!

মনিব সত্যই বলিয়াছিলেন; দীর্ঘ দিবস আর কাটিতে চাহে না। আপনাকে কোন মতে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য সে অবসর সময়ে গ্রামের ছেলেদের লইয়া পড়াইত।

কিন্তু রসহীন বৃক্ষের মত তাহার জীবন দিন দিন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। জলোচ্ছ্বাসে নিয়ত আহত হইলে তটভূমি যেমন অন্তঃসারহীন হইয়া পড়ে, ঠিক তেমনি!

দিনকতক এমনি ভাবে কাটার পর শরীর খারাপ বোধ হইতে লাগিল। সকল সময়েই যেন ক্লান্তি, বোধ হয়,—রাত্রে জ্বর আসে। কিন্তু প্রতিবিধানে প্রবৃত্তি নাই,—কেন, কিসের জন্য ভাঙ্গা জিনিষকে জোড়া দিবার প্রয়াস?

৫

খুব যে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বিরজা বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তাহা নহে; মনের অমিল ত' ছিলই, তাহার উপর একটা ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল।

গৃহ হইতে বাহির হইয়া মনে হইয়াছিল, কাজটা ভাল হয় নাই; কিন্তু প্রতিদিনকার কাহিনী মনে করিয়া ফিরিবার প্রবৃত্তি হইল না। কোথায় যাইবে, কি করিবে তাহারও একটা স্থির সঙ্কল্প মনে ছিল না।

দু' চার দিন এদিক ওদিক করিয়া কলিকাতার একটা থিয়েটারে গিয়া ভর্ত্তি হইল।

দেখিতে সুন্দরী এবং অভিনয়ে দক্ষ, সুতরাং থিয়েটারে নাম হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তখন দলে দলে চশমা পরা, এসেন্স-সুরভিত, রেশমী-চাদর গায়ে বাবুর দল সম্মুখের আসন শোভিত করিলেন, এবং কারণে অকারণে বিরজার

প্রশংসায় ও সাধুবাদে রঙ্গমঞ্চ কম্পিত করিতে লাগিলেন।

যাত্রায় এমন কত লোক তাহাকে সাধুবাদ করিয়াছে, সেটাকে সে তাহার প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিত; কিন্তু আজকাল এত প্রশংসায় যেন সে কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। মনের মধ্যে কি একটা পূর্ণতা, কি একটা প্রাপ্তির আস্বাদ তাহাকে যেন প্রবীণতর করিয়া দিয়াছিল। তাই সহস্র সাধুবাদের শব্দে যখন রঙ্গমঞ্চ কম্পিত হইয়া উঠিত, তখন সে তাহাতে আনন্দ পাইত না, তখন লজ্জায় তাহার মাথা নত হইয়া আসিত!

ঘরে থাকিয়া গৃহস্থের জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য তাহার অল্পদিনের জন্য হইয়াছিল; সেখানেও তাহার শান্তি হয় নাই—কিন্তু সেখানে সে একজনকে পাইয়াছিল যাহার সহিত সে দ্বন্দ্ব কলহ করিতে পারিত, এবং যাহার সহিত মিলনের আস্বাদ হইতেও সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় নাই। সেখানে একজনকে অবলম্বন করা যায়,—একজনকে আশ্রয় করিয়া সুখদুঃখ পাওয়া যায়, এই কথাটাই তাহার বারম্বার মনে হইতে থাকিত—যখন আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে সহস্রের প্রশংসাবাদের কোলাহলে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত! যবনিকা

যখন পড়িয়া যাইবে এবং আলোক নির্ব্বাপিত হইবে, যখন সেই সহস্র প্রশংসক তাহাকে ফেলিয়া নূতন আনন্দের পিছনে ছুটিবে,—তখন আঁধার ঘরের ভিতর নির্জ্জনে সে কোন্ সঞ্চয়কে আপনার বুকের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহির করিতে পারিবে? বিনোদের সঙ্গে যে কয়টা দিন কাটিয়াছিল তখন বোধ হয় নাই তাহার কতখানি মূল্য—আজ মনে হইতেছে, হায়, এ কি মিথ্যা খেলা! সহস্র বুভুক্ষিত চোখের সম্মুখে এমনি করিয়া আত্মপ্রকাশ! এমন অনেক দিন হইত, যখন অভিনয়ের শেষে তাহার শ্রান্ত চোখের সম্মুখে হলুদগাঁয়ের প্রশংসাবাদহীন অল্পভাষী বিনোদের কুটীর অপূর্ব্ব মহিমাদীপ্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু আর উপায় কৈ—কেমন করিয়া সে ফিরিবে?

ইহার উপর তাহার ভক্তের দলের অভাব ছিল না। ঘরে সুখ ছিল না, দিবারাত্র তাহার ভক্তদলকে তাড়াইতে হইত। নূতন নূতন ভক্ত অসম্ভব প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইত, বিরজা তাহাদের সহজে উপলব্ধি করাইতে পারিত না যে সাধারণ ভক্তিভাজনের মত হইবার আকাঙ্ক্ষা সে রাখে না।

এমনি করিয়া সে তাহার বিড়ম্বিত জীবন বহন করিতে লাগিল। নূতন হইতে নূতনতর অবস্থার ভিতর দিয়া

তাহার জীবন কাটিতেছিল, কিন্তু বিড়ম্বনা তাহার ঘুচিল না। তাহার কারণ বিরজা বুঝিতে পারে না। এক এক সময় মনে হয়, এমনি করিয়া অশান্তি এবং অপূর্ণতার মধ্য দিয়াই কি সারা জীবন কাটাইতে হইবে? হায়! হৃদয় যাহার আয়ত্ত নহে, তাহার সুখ কোথায়?

৬

দু'দিনের মোহ কাটিয়া গিয়াছে—আর তাহার থিয়েটার ভাল লাগে না। এখানেও—এই আলোকজ্জল মোহ-মণ্ডিত মায়াপুরীতেও সুখ নাই! অগণ্য বিস্মিত দর্শক-মণ্ডলীর সাধুবাদের মধ্যে অভিনয় করিতে করিতে তাহার অন্তরের মানুষটি দীনতায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত।

তাহার অবস্থা দেখিয়া সহ-অভিনেত্রী কিরণের দুঃখ হইল। সে ভাবিল, অসীম রূপ-যৌবনের মত বিরজার সৌভাগ্য হইল না, তাই বুঝি সে সর্ব্বদাই এত দুঃখিত। তাই সে কহিল "তা তুমি ভাব্‌ছ কেন বোন্, তোমার অভাব কি? সাহাদের সতীশ বাবু তোমার কথা বল্‌ছিলেন। তিনি গহনা দিয়ে তোমার সমস্ত গা মুড়ে দিবেন—আর তোমাকে দশ হাজার টাকা দেবেন—"

দুই চোখ বড় বড় করিয়া বিরজা কহিল, "বল কি—দশ হাজার টাকা!"

কিরণ সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া গেল "দশ হাজার টাকা!"

শুনিয়া বিরজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিরণের মনে আশা হইল, "চুপ করে রইলে যে—রাজী ত' ?"

বিরজা বলিল "তাতে তোমার লাভ ?"

কিরণ কহিল "আমার আর কি? যাতে তোমার ভাল হয়—"

বিরজা গম্ভীর হইয়া বলিল, "দিদি, সত্যই কি তোমার মনে হয় এতে আমার ভাল হবে? কি জানি, আমার আর সে কথা মনে হয় না!—এ যেন নিজেকে নিয়ে পুতুল খেলান—যে তু' করে ডাক্‌বে, তার কাছে ছুটে যাওয়া—নিজেকে নিয়ে নিজে এত ছেলেখেলা আর ভাল লাগে না—"

কিরণ ঠিক বুঝিতে পারিল না—কহিল, "আরও বেশীর কথা বল্‌ব ?"

বিরজা বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আপনি যেমন বুঝিয়াছিল, কিরণ সাহাদের সতীশ বাবুকেও সেই কথা গিয়া বলিল, "দশ হাজারের চেয়ে আরও কিছু বেশী চায়—"

পানীয়ের গ্লাস নিঃশেষ করিয়া সতীশ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কুছ পরওয়া নেই—"

তাহার পর দিন সন্ধ্যাকালে জুড়ি করিয়া সতীশ বাবু উপস্থিত। তখন বিচিত্র-বর্ণ আকাশের পানে চাহিয়া বিরজা আপনার জীবন-বৈচিত্র্যের কথা ভাবিতেছিল। এই রংগুলি একে একে রাত্রির গভীর অন্ধকারে মিশাইয়া যাইবে, কিন্তু হায় তাহার জীবনের অন্তিম অন্ধকার—শান্তিময় পরিণাম কোথায়?

এমন সময় কিরণ গিয়া কহিল "তিনি এসেছেন—"

শুনিয়া বিরজা চমকিত হইয়া উঠিল—এমন ক'রে তিনি আজ সহসা কেন এলেন—ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তিনি! তিনি কে!"

কিরণ কহিল "সতীশ বাবু"।

মুহূর্ত্তেকে বিরজার সমস্ত মুখ লাল হইয়া গেল, উত্তেজিত হইয়া কহিল "না, না, চলে যেতে বলো, কে আস্‌তে বলেছিল—"

এমন সময় সতীশ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, "আমি এসেছি—"

মাথার কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বিরজা কহিল "আপনি চ'লে যান্—আমি আপনাকে আস্‌তে বলিনি—এখানে আপনি কেন এলেন?—"

সতীশ কহিল "আমি পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত—"

আর লজ্জার সময় নাই। বিরজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তে আপনার দুয়ার দেখাইয়া বলিল "এখনি চলে যাও—এখনি যাও বল্‌চি—"

মন্ত্রমুগ্ধের মত সতীশ চলিয়া গেল।

সমস্ত গায়ে যেন বিষের জ্বালা—বিরজা ছটফট করিতেছিল। এত বড় অপমান—তাহার নারীত্বের প্রতি একি নিদারুণ অপমান! সে কি খেলার পুতুল—তাহাকে লইয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া যে সে খেলাইতে চাহে! তাহার নিজের কোন সত্ত্বা, কোন মূল্য নাই, শুধু কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিলেই তাহাকে পাওয়া যায়? এমনি ভাবে সে আপনাকে বিশ্বের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছে? সত্যই এত হীন সে? তা নয়, তা নয়, তাহার ভিতরকার যে নারী-মর্য্যাদা আজ আহত, অপমানিত হইয়াছে, যাহার জ্বালা তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে,তাহাত' তাহাকে কোন দিনই ত্যাগ করে নাই, নির্ব্বোধ সে তাহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে মাত্র! হায়! এ অপমানের নিবৃত্তি কোথায়?

কোথায়? চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল, বিরজা ভাবিতেছিল, শুধু সেইখানে—তাঁর পায়ের তলায়! এই কোলাহলময় অশান্তিময় অপমানময় নরক হইতে দূরে,

সেই ছোট আঁধার কুটিরে তাঁর চরণপ্রান্তে! সেইখানে আমার শান্তি, সেইখানে আমার স্বর্গ!

মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না করিয়া এক-বসনে বিরজা বাহির হইল। গহনা, মূল্যবান বস্ত্র কিছুই লইল না;—আজ আর তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই।

৭

অনাহারে অনিদ্রায় দীর্ঘ পথ বাহিয়া সন্ধ্যার সময় বিরজা হলুদগাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিল।

তখন সারাদিনের বর্ষণের পর বৃষ্টি ধরিয়াছিল। গাছের পাতা হইতে তখনও জল ঝরিতেছিল, চালের উপর হইতে টুপটাপ করিয়া জল পড়ার শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। অদূরে নদীর কূলে ভেক গর্জ্জন করিতেছিল এবং বর্ষণ-ক্লান্ত লঘু মেঘগুলি সন্ধ্যার আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

আজ অনেকদিন পরে বিনোদ পিসিমার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে,—তিনি স্নেহের পরিবর্ত্তে তাহার মৃত্যুকামনা করিয়াছেন! সমস্ত দিন দারুণ জ্বরের মধ্যে পিসিমার চিঠির কথা সে একবারও ভুলে নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে সে ভাবিয়াছে, পিসিমার কামনাই সে সফল করিবে।

এমন করিয়া বহিঃ ও অন্তর্দাহ সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

তাই জ্বরের মধ্যেও সে কোন রকম করিয়া বিষের জোগাড় করিয়াছিল। বামা ঝি তাহার কাজকর্ম্ম করিয়া দেয়, তাহাকে বুঝাইয়াছিল, ডাক্তার আফিং খাইতে বলিয়াছেন—সে আফিং কিনিয়া দিয়াছিল।

উপভোগের জিনিস যেমন করিয়া লোকে ভাল করিয়া অনুভব করিয়া লইতে চাহে, তেমনি জ্ঞান ও অজ্ঞানের দ্রুত পর্য্যায়ের মধ্যে বিনোদ ভাল করিয়া বুঝিয়া, ভাল করিয়া অনুভব ও উপভোগ করিয়া, সম্পূর্ণ জ্ঞানের মুহূর্ত্তে বিষপান করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিষপাত্র আপনার নিকট রাখিয়াছিল, যখন সেই শুভ-মুহূর্ত্ত আসিবে তখন সে তাহাকে ব্যর্থ হইতে দিবে না।

বৃষ্টি যখন ধরিয়া গেল—দূর হইতে নদীর কলতান স্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং ক্ষান্ত-বর্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার আবেশের মত তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল—যখন বিগত দিবসের মধুর স্মৃতির আভাস আবছায়ার মত অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে বিষ-পাত্র গ্রহণ করিয়া বিনোদ উঠিয়া বসিল।

বামা ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল—তাহার দিকে চাহিয়া মাথা আবার ঘুরিয়া গেল,—ধীরে ধীরে খাটের বাজুতে মাথা রাখিল। বিষ-পাত্র তখনও হাতে, মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল,—আবার ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতেছিল! এমন সময় মনে হইল কে যেন ধীরে ধীরে তাহার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল—আপনার স্নেহোত্তপ্ত বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার জ্বর-কাতর কৃশ দেহকে কোমল আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। মনে হইল, যেন কাহার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে. মনে হইল, কাহার একবিন্দু অশ্রু তাহার উষ্ণ কপালের উপর পড়িল!

বিনোদ চাহিয়া দেখিল, বিরজা,—নিরাভরণা, নির্ব্বাক, অশ্রুলোচনা বিরজা!

প্রত্যর্পণ

সংসারের মধ্যে দুই ভাই গৌরীশঙ্কর ও তারাশঙ্কর এবং গৌরীশঙ্করের স্ত্রী উমাকালী। গৌরীশঙ্কর বসত বাটিতে থাকিয়া ওকালতি করিতেন এবং নিজেদের অল্প-বিস্তর ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। নিজে পাকা হিসাবী লোক—তাঁহার নিকট হইতে এক কড়া ক্রান্তি ফাঁকি দিয়া লইবার সাধ্য কাহারও ছিলনা।

কনিষ্ঠ তারাশঙ্কর তখন কলিকাতায় পড়িত। তারাশঙ্কর অনেক ছোট, তাই গৌরীশঙ্করের তাহার উপর স্নেহের সীমা ছিল না। গাছের ভাল আম, বাগানের ভাল ফলটি তারাশঙ্করকে না পাঠাইয়া তিনি বাড়িতে আসিতে

দিতেন না। তারাশঙ্করকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইতেন এবং ন্যায্য খরচের অপেক্ষা ঢের বেশী টাকা পাঠাইয়া দিতেন, তবে এই কঠিন নিয়ম ছিল যে মাসান্তে তাঁহাকে খরচ দেখাইতে হইবে, এবং যাহা বাঁচিবে তাহা তারাশঙ্কর নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবে।

উমাকালীর কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিত না। ভাই ত' সবারই থাকে, কিন্তু তাকে মিছে এত খরচ ক'রে ত' সবাই পড়ায় না! আর অত কলেজে পড়াইবার কি দরকার? এত লোক ত' ভূ-ভারতে আছে, সবাই কি আর কলেজে পড়া বিদ্বান্? আর বিদ্যে হ'লেই কি টাকা হয়! তাঁর বাপের বাড়ীর রামকান্ত, সে ত' দ্বিতীয়-ভাগও শেষ করেনি—কিন্তু তার টাকার কি পরিসীমে আছে? আর কত বি,এ, এম,এ, পাশকরা বিদ্বান্‌ও ব'সে র'য়েছে!

গৌরীশঙ্কর গম্ভীর ভাবে কহিতেন "সত্যি গিন্নি, তারাশঙ্করকে পড়ানটা বড়ই ভুল হয়ে গেছে—তাকে যখন পড়াতে আরম্ভ করি, তখন ত' পরামর্শ-দাতা তোমাকে পাইনি! তুমি যদি থাক্‌তে ত' তাকে না পড়িয়ে তোমার ভাইকে নিশ্চয়ই পড়াতাম।"

শুনিয়া উমাকালী বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত! তাহার পর সে যখন না খাইয়া মাথা খুঁড়িয়া নিজের মৃত্যু কামনা

করিতে করিতে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইত—তখন তাহার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত এই নির্বোধ স্বামীটী চাপকান পরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নিরতিশয় শান্ত মনে কাছারী চলিয়া যাইতেন!

২

দিনগুলা এই রকম করিয়াই কাটিত। যখন উমাকালী অত্যন্ত ক্রোধের সহিত কোন একটা অনুযোগ গৌরীশঙ্করের নিকট উপস্থিত করিত—তখন তিনি নানা প্রকারে উমাকালীকে সমর্থন করিয়া আশু-প্রতিবিধানের গুরুতর প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বচ্ছন্দে তামাকু খাইতে খাইতে তাহাকে ভুলিয়া থাকিতেন। সঙ্কল্পে অটল, ন্যায় বিচারক, অথচ সুরসিক, তাহার এই স্বামীটিকে লইয়া উমাকালীর বিপদ হইয়াছিল।

গৌরীশঙ্কর দেখিতেন যে উমাকালী যে সময় অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত একটা আবেদন করিতেছে, সে সময় তাহাকে বাধা দিতে গেলে, অনর্থক চীৎকার, ক্রন্দন, এবং উপবাসের পরিমাণ বাড়িবে মাত্র, সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রের জন্য সঙ্কল্প রাখিয়া দিয়া সে সময় তিনি উমাকালীকে প্রসন্ন করিতেন।

এইরূপ ভাবে দম্পতির দিন কাটিতেছিল। কিন্তু এই সময় দুইটি ঘটনা ঘটিল যাহা উল্লেখ যোগ্য।

প্রথম, তারাশঙ্কর পাঠ সমাপন করিয়া আসার পরই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইল। বাঞ্ছিত সম্মান ও পদ প্রাপ্তে গৌরীশঙ্কর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "দীর্ঘজীবী হ'য়ে সম্মানের সঙ্গে কাজ করো।" উমাকালী যখন দেখিল বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গেই তারাশঙ্করের অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়া গেল না, তখন সে ক্ষুব্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় ঘটনা, তারাশঙ্করের বিবাহ। গৌরীশঙ্কর সুন্দরী ও সৎপাত্রীর জন্য নানা স্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন.—শুনিয়া উমাকালী কহিল "কেন আমার খুড়্তুতো বোন! সে কি কম সুন্দর—তার সঙ্গে দেও না।" গৌরীশঙ্কর কহিলেন "ঠিক ঠিক, তোমার বোনের কথাটা ভুলে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। তাই দেখবো।"

কিন্তু যাহার সহিত তারাশঙ্করের বিবাহ হইল সে কলিকাতার এক সমৃদ্ধ ঘরের কন্যা—নাম নলিনীবালা।

৩

নলিনীবালা যখন শ্বশুর গৃহে প্রথম পদার্পণ করিল তখন গৌরীশঙ্কর তাহাকে চুপি চুপি কহিলেন "বৌমা—তোমার এখানকার দিদিটি একটু নূতন ধরনের মানুষ। তাঁকে

সামলে তোমাকে ঘর করতে হবে। আমরা ভাল রকম পেরে উঠিনি—ভরসা করি তুমি পারবে।”

উমাকালী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন “মরি রে, বৌএর ছিরি! এই সুন্দর! আমাদের নিরি যে এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর! যারা এই বউ পছন্দ করেছে পোড়াকপাল তাদের—”

গৌরীশঙ্কর কহিলেন “কপালের ও অবস্থাটা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ রাখিনে বড় বৌ! কিন্তু কি জান সব ভবিতব্য! আমার এমন পোড়া কপালে যে চাঁদের মত তোমাকে পেয়েছি, সেও ভবিতব্য!”

উমাকালী ক্রোধে অধীর হইয়া চলিয়া গেল।

যথা সময়ে উদ্যোগ করিয়া গৌরীশঙ্কর নলিনীবালাকে তারাশঙ্করের কর্ম্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

৪

তাহার পর সবে মাত্র তিন বৎসর কাটিয়াছে। সন্ধ্যার সময় কাছারী হইতে ফিরিয়া গৌরীশঙ্কর মুখ হাত ধুইতে ছিলেন, এমন সময় টেলিগ্রাম আসিল তারাশঙ্করের বিসূচিকা হইয়াছে।

সেই ভাবে গৌরীশঙ্কর বাহির হইয়া গেলেন। উন্মাদের মত পথ উত্তীর্ণ হইয়া যখন পৌছিলেন—তখন তারাশঙ্করের শেষ অবস্থা।

তারাশঙ্করের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখ আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া গৌরীশঙ্কর পাঁচ বৎসরের বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন! এমন ভাই আর হয় না—হায় এ কি দুর্দ্দৈব!

সংসারের মধ্যে একমাত্র যে দাদা তাহার অবলম্বন ছিলেন—মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহাকে দৃঢ় ভাবে আশ্রয় করিয়া —তারাশঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করিল!

৫

নিরাভরণা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া যখন গৌরীশঙ্কর গৃহে ফিরিলেন তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। বয়স যেন দ্বিগুণ হইয়া গেছে—চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে—মাংস শ্লথ হইয়া গেছে!

বাড়ীতে আসিয়া গৌরীশঙ্করের শোক নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন "মা তোকে কোথায় নিয়ে এলাম! আজ থেকে এই ঘর এই বাড়ী সমস্ত তোমার—আমরা তোমার; আমাদের খাওয়া দাওয়া জীবনধারণ সুখ দুঃখ সমস্তের ভার তোমার উপর।"

এই অত্যন্ত গুরুতর আঘাত গৌরীশঙ্করের জীবনকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল! সন্ধ্যার সময় চারিদিকে যখন ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিত, তখন জীর্ণ তক্তাপোশের উপর

বসিয়া নিঃসঙ্গ গৌরীশঙ্করের মনে কেবলই ভাইয়ের কথা জাগিতে থাকিত! তারাশঙ্কর যখন সবেমাত্র তাহার জীবন আরম্ভ করিয়াছিল—তখন তাহার এ দুর্দ্দৈব কেন! যৌবনের প্রান্তবর্ত্তী তিনি কোথায় সংসারের নিকট ছুটি লইবেন—তা না আজ নূতন করিয়া খেলাঘর সাজাইতে হইবে! বিশ্বের মধ্যে যেন একটা অত্যন্ত জটিল জোট বৃদ্ধ গৌরীশঙ্করের চতুর্দ্দিকে পাকাইয়া উঠিতেছে; আজ যখন তাঁহার রক্ত শীতল হইয়া গেছে—তখন একমাত্র ভাইকে হারাইয়া একাকী তিনি কেমন করিয়া ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইবেন! নিরানন্দ গৃহের মাঝখানে আর কেহ তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিবেনা, পূজার ছুটি আর তাঁহার জন্য কোন আনন্দ বহন করিয়া আনিবেনা! বাহিরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাকের সহিত চারিদিকে যেন একটা কিসের সোঁ সোঁ আওয়াজ হইতে থাকিত—গৌরী-শঙ্কর ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িতেন!

দিবসের কর্ম্মশেষে নলিনীবালা যখন তাহার শূন্য গৃহে আসিত—তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিত না! তখন তাহার অশেষ আশ্রয়হীনতা তাহার নিকট নূতন করিয়া জাগরুক হইয়া উঠিত! শূন্য বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিত—কি আমার অপরাধ হয়েছিল ঠাকুর

যার জন্যে আমায় এমন শাস্তি দিলে!' অন্ধকার—অন্ধকার! তাহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের অন্তিম-সীমা পর্য্যন্ত অন্ধকারে দুনিরীক্ষ্য! এই অন্ধকার ঠেলিয়া তাহাকে চিরদিন চলিতে হইবে! কিসের জন্য এ প্রাণ—কেন আর এ যন্ত্রণা দাও ঠাকুর—যেখানে তাঁকে নিয়ে গেছো—আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো! স্বামীর কথা মনে করিয়া সে সমস্ত রাত ধরিয়া কাঁদিত,—দেবতা আমার, আমি কখন তোমার উপযুক্ত হ'তে পারিনি তাই কি আমাকে ছেড়ে গেলে! আমি সহস্র অপরাধ ক'রেছি—সে সব ক্ষমা করে আমাকে তোমার পায়ে ডেকে নাও।

৬

এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে নলিনীবালার একটি মাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল,—গৌরীশঙ্করের একমাত্র চার বৎসরের পুত্র সতীশ। সংসারের যন্ত্রণা যখন তাহার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত তখন তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া নলিনীবালা কতকটা শান্তি পাইত!

কিন্তু উমাকালী তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সংসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ কাজে, অপরাধে ও বিনা অপরাধে, উমাকালী নলিনীবালাকে দিবারাত্র ভৎর্সনা করিত। চ'খের জল যখন কিছুতেই বাধা মানিত না—তখন নলিনী-

বালা অন্তরালে যাইয়া কাঁদিত ! ভগবান তাহাকে কোন্ স্বর্গ হইতে একি দুর্ব্বহ পরীক্ষার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, —যেখানে তাহার দুর্ভাগ্যের কোন সান্ত্বনা নাই,—যেখানে একটিমাত্র মিষ্ট কথাও সে পাইবে না !

গৌরীশঙ্কর সংসারের কোলাহল হইতে আপনাকে বাহিরের ঘরে নির্ব্বাসন দিয়াছিলেন—সুতরাং প্রাত্যহিক কলহ বিবাদ আর তাঁহার কর্ণে পৌছিত না—এবং সেটা কতকটা উমাকালীর চেষ্টাতেই ! আগে গৌরীশঙ্করের যে রূপ সহ্য করিবার ক্ষমতা ছিল—আজকাল আর তেমন নাই —এখন অল্পেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন,—সুতরাং উমাকালী আজ কাল তাঁহাকে ভয় করে। এক দিন কি একটা কারণে কলহ হইয়া যাওয়ার পর উমাকালী তাঁহার নিকট গিয়া বলেন "আর আমি পারি না—ছোট বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

খানিকটা স্তব্ধ থাকিয়া গৌরীশঙ্কর বলিলেন "দেবো— কিন্তু তার সঙ্গে আমিও চলে যাবো। ছোট বৌমা কে জান ? তারার স্ত্রী ! তাঁকে যে নির্লজ্জা বাড়ী থেকে বা'র করে দিতে বলে—তার আমি মুখদর্শন ক'ত্তে চাইনা।"

গৌরীশঙ্করের নিকট এমন ধারা উত্তর উমাকালী সচরাচর শুনে নাই—সুতরাং সে দিন পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া কোনরূপে গৌরীশঙ্করকে নিরস্ত করে !

উমাকালীর আর একটা বিশেষ ক্ষোভের কারণ দাঁড়াইয়াছিল সতীশের নলিনীবালার প্রতি আকর্ষণ। এই হতভাগ্য বালক তাহার গর্ভধারিণীকে একবারও চাহে না—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য কাকীমা চ'খের অন্তরাল হইলে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করে! এ কি একটা কম বিড়ম্বনা।

সেবার সতীশের যখন অত্যন্ত জ্বর হয়—তখন উমাকালী নলিনীবালাকে তাহার নিকট আসিতে দেয় নাই। গৌরীশঙ্কর বালকের ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে পারিয়া আপনি গিয়া নলিনীবালাকে ডাকিয়া আনেন—এবং উমাকালীকে কঠিন দিব্য দিয়া বলেন যে বালকের পীড়ার সময় যদি সে নিকটে আসে ত' তিনি গৃহ ত্যাগ করিবেন। ত্রিশ দিন রোগভোগের পর যখন বালক তাহার কাকীমার নিদ্রা-আলস্য-হীন শুশ্রূষার গুণে আরোগ্য হইয়া উঠিল, তখন গৌরীশঙ্কর উমাকালীকে কহিলেন "ছোট বৌমা নইলে সতীশকে কেউ বাঁচাতে পারতো না—তুমিও না,—আমিও না।" উমাকালী আজ কাল গৌরীশঙ্করকে ভয় করিত, সুতরাং কিছু বলিল না।

এমনি করিয়া বিচিত্র-ভাবে এই হতভাগ্য পরিবারের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। দিন যতই কাটিতে লাগিল

—ততই যেন দুর্ভাগ্য আরো বাড়িতে লাগিল—অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত হইল !

* * * * *

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন গৌরী-শঙ্করের একান্ত অবসন্ন দেহ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল, —এবং সকলেই বুঝিল এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।

অবশেষে একদিন শেষ রাত্রে গৌরীশঙ্কর আপনার মৃত্যু-শয্যার নিকট সকলকে ডাকিলেন, তাহার পর নলিনী-বালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "মা, এই ভাগ্যহীন সংসারের ভার তোমার উপর দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে চল্‌লাম। বুড়োর মা আর ছেলের মা হ'য়ে এতদিন যেমন ক'রে সংসার রক্ষা ক'রে এসেছ, তেমনি ক'রে আজ থেকেও তাকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার তোমার উপর রইল।" পরিজনবর্গের ক্রন্দনের মধ্যে গৌরীশঙ্কর শান্তভাবে দেহ ত্যাগ করিলেন।

৭

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর সকলেই জানিতে পারিল যে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি নলিনীবালাকে দিয়া গিয়াছেন।

উমাকালী শুনিয়া উন্মাদের মত হইয়া গেল। যে ছোট-বৌকে সে চিরকাল ঘৃণা ও অত্যাচার করিয়া

আসিয়াছে—আজ গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর একান্ত অসহায়া তাহাকে সেই নলিনীবালার শাসনের ভিতর আসিতে হইবে! তাহার মহাশোকের উপর একি নূতনতর যন্ত্রণা! ছোট-বৌ যদি তাহারই পন্থানুসরণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয়—তাহা হইলে তাহার ও তাহার শিশু-পুত্রের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়! আজ যদি ছোট-বৌ বলে, তোমাকে আমার দাসীর মত থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে! ভবিষ্যতের নিদারুণ সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল —সে মেজের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল "ওগো আমার দুষ্কর্মের জন্য তোমার মৃত্যুর পর এ কি সুকঠিন শাস্তি দিয়া গেছো—আমার জন্য এতটুকু আশ্রয়ের স্থান, সান্ত্বনার স্থান রেখে যাওনি—।"

প্রতিবেশীরা আসিয়া নানারূপ পরামর্শ দিয়া গেল—কেহ বলিল উইল অস্বীকার কর, কেহ বলিল উইল উন্মাদ অবস্থায় লেখা প্রমাণ কর—আরও কত কি!

রাত্রির অন্ধকারের ভিতর শয়ন করিয়া উমাকালী ভাবিল—"সে সব আমি কিছুই করব না—আমি কাল তার কাছে গিয়ে আমার ছেলের জন্য কিছু ভিক্ষে ক'রে নেবো। সে আমাকে ক্ষমা কর্ব্বে, তাকে যে লাঞ্ছনা করেছি সে কথা

সে ভুলে যাবে। সতীশকে সে নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ব্বে। তার পায়ে ধরে বলবো আমার সব গর্ব্ব সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেছে—তুমি দয়া কর—দয়া করে আমার ছেলেকে খেতে দাও। আমি তোমার কাছে মাথা হেঁট করছি, আমার অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা ক'রো। সতীশকে সে খেতে দেবে—সে নিশ্চয়ই দয়া করবে,—সে আমার চেয়ে ভাল, —ঢের ভাল।"

৮

ভোর বেলা মনে হইল কে যেন ডাকিতেছে "দিদি"—উমাকালী উঠিয়া বসিল—চাহিয়া দেখিল পায়ের তলায় সতীশকে কোলে করিয়া নলিনী!

বিস্ময়ের সহিত উমাকালী উঠিয়া বলিল—"ছোট-বৌ!" সহজ-ভাবে নলিনী উত্তর করিল "দিদি শুনলাম নাকি বড়-ঠাকুর উইল ক'রে সমস্ত আমাকে দিয়ে গেছেন?" উমা-কালী অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত কহিল—"হাঁ, দিয়ে গেছেন, —সত্যি দিয়ে গেছেন! কিন্তু ছোট-বৌ দোহাই তোর—আমাকে তুই যা ইচ্ছে কর,—কিন্তু সতীশকে এক মুটো—"

নলিনী উমাকালীর দুই পা জড়াইয়া ধরিল "দিদি তাও কি হয়! তুমি আর সতীশ ছাড়া আমি কে,—আমার জায়গা কোথায়! যেখানে তুমি নেই,—সতীশ নেই সে

উইল নিয়ে আমি কি করব দিদি! তোমরা আমাকে রাখ্‌লে তবে থাক্‌ব। এই দেখ তোমাদের আমি সমস্ত দানপত্র লিখে দিয়েছি—সমস্ত কলহ বিবাদ শেষ ক'রে ফেলবার জন্যে সে উইল আমি ছিঁড়ে ফেলব! তোমার ছোট-বৌ চিরকাল তোমারই পায়ে থাক্‌বে দিদি!"

চিন্তাক্ষমতাহীনের মত খানিকটা তাকাইয়া থাকিয়া উমাকালী কহিল—"দান পত্র লিখে দিয়েচিস্‌,—উইল ছিঁড়ে ফেলবি! তুই কি বলচিস্‌ আমি বুঝতে পারচিনে! ছোট-বৌ, তুই কি দেবতা! আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—তোর একটা কথারও মানে বুঝতে পাচ্ছিনে! তোর কোন ব্যবহারের মানে, কোন কথার মানে আমি কখনও বুঝতে পারিনা, আজও পারলাম না! দে বাপু আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে,—তোর সতীশকে নিয়ে তুই সংসার কর —তোর সঙ্গে আমার পোষাবে না। তুই যদি আমার ছোট না হ'তিস ত' আজ তোর আমি পায়ের ধুলো নিতাম, ছোট-বৌ—"

প্রভাতের নবীন-সূর্য্যের কনক-কিরণে নলিনীবালার সুকোমল মুখখানি লজ্জা ও আনন্দশ্রীতে আরক্ত হইয়া উঠিল!

ত্যাগ

বৈশাখের এক সন্ধ্যাবেলায় যখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া বজ্রগর্জ্জনের সহিত মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন কুপিতা ভ্রাতৃজায়া ননদিনী কমলার প্রতি অকথ্য গালি বর্ষণ করিয়া কহিল, "তুই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা!"

কমলা আজ চারি বৎসর স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। তাহার কুলে কি একটা দোষ ছিল। সেই দোষ উপলক্ষ্য করিয়া তাহার স্বামী কমলাকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সবে দুই বৎসর মাত্র বিবাহ হইয়াছিল; নবীন যৌবন যখন তাহার অশেষ উন্মাদনা

সঞ্চারিত করিয়া বিশ্বকে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিক সেই সময়টিতে কমলা তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত করিয়া ম্লানমুখে ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল।

সেখানে ভ্রাতৃজায়ার অনাদর এবং অপমানের মধ্যে সে চারি বৎসর কাটাইয়াছে। যখন আসিয়াছিল তখন সে ছোট ছিল, তখন সংসার তাহার কাছে এতটা দীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই; বয়সের সহিত যখন ক্রমশঃ সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল, তখন এই প্রশ্নটা তাহার মনে বারম্বার উদয় হইত, "কিসের আশায়, কাহার জন্য, সে এমন করিয়া জীবন কাটাইতেছে?—ভবিষ্যতে যখন তাহার কোন আনন্দ এবং কোন আশ্বাস নাই, তখন কেন সে তাহার জীবনকে কোন উপায়ে সমাপ্ত করিয়া না দেয়!"

দিন দিন এই প্রশ্নটা তাহাকে গভীর ভাবে আবিষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল, এবং সে তাহার দিবারাত্রের অজস্র অপমান অপবাদের মধ্যে কেবলই একটি মাত্র পরম মুক্তির পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

মনের যখন এই অবস্থা, তখন সন্ধ্যার ঝঞ্ঝার মধ্যে তাহার ভ্রাতৃজায়ার এই দারুণ অপমান-বাণী তাহাকে

মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। তাহার অন্তরের সমস্ত বিরাগ, সমস্ত বিমুখতা, এই আর্দ্র-সন্ধ্যার মধ্যে একটি সজল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সংসারে যে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই,—তরুণ যৌবনে যে সে বিনাপরাধে তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লাঞ্ছনার মধ্যে প্রতিনিয়ত ভারক্লিষ্ট জীবন যাপন করিতেছে, এবং সর্ব্বোপরি, তাহার আঁধার জীবনে ভবিষ্যতে যে কোন আশা আলোক সঞ্চার করিবে না, এই চিন্তা সেই সন্ধ্যায় বিশেষভাবে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া সে কাঁদিতে চাহিল, কিন্তু বুক ফাটিয়া যায় তবু কান্না আসে না! রুদ্ধ দুয়ারের বাধা ভেদ করিয়া কেবলই তাহার ভ্রাতৃজায়ার অপমান-বাণী তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া যখন তাহার অন্তরের সমস্ত ব্যথা সংহত হইয়া তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিল, তখন সে আর কিছুতেই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বজ্র এবং ঝঞ্ঝার মধ্যে তাহার অনিশ্চিত মুক্তির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

২

কেমন করিয়া সে কত দূর আসিয়াছিল, তাহা কমলা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সে শুধু উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া চলিয়াছিল; কতক্ষণ ছুটিয়াছিল, সে জানে না। গৃহের রুদ্ধ আবিলতা হইতে পরিত্রাণের পথে বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া কবে পরিত্রাণ পাইবে, তাহাও জানিত না!

যখন জ্ঞান হইল, তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, ঝঞ্ঝা থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে চাঁদ উঠিয়াছিল; মেঘনির্ম্মুক্ত চাঁদের কিরণ বর্ষণ-ধৌত পৃথিবীর উপর ঝলমল করিতেছিল।

মাঠের মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ, তাহার পার্শ্বে কমলা বসিয়া পড়িল।

সেখানে বসিয়া মনে মনে একটা তীব্র আনন্দ অনুভব করিল; তাহার আশ্রয়হীনতা, দুর্ব্বলতার কথা সে ভাবিল না; শুধু মুক্তির একটা আভাস তাহাকে আনন্দ-পূর্ণ করিয়া তুলিল,—বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সে আজ অপমানকারিণী ভ্রাতৃজায়ার ননদিনী নহে; সে আজ স্বামীপরিত্যক্তা দীনা নহে। আজ ঝঞ্ঝার মধ্যে সংসার-সমুদ্রে অবতীর্ণা মুক্তিপ্রার্থিনী সে,—ঢেউ যদি আসে আসুক, মৃত্যু যদি আসে আসুক; সেই তার মুক্তি, সেই তার আনন্দ!

মাঠের মাঝখানে খোলা হাওয়ায় সে আজ বিরাট বিশ্বের সহিত নিজের রক্তের টান অনুভব করিল।

অদূরে রেলওয়ে লাইন; গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। চক্‌চকে শুভ্র মসৃণ লাইনের উপর জোৎস্না পড়িয়া রক্তের রেখার মত ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল; একটা তীব্র আনন্দে কমলার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল,—কোথাও যদি সে মুক্তি না পায় ত ঐ লাইনে সে তাহার শেষ-শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রাভিভূত হইবে; তারপর যখন বাঁশী বাজাইয়া গর্জ্জন করিয়া গাড়ী আসিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে, তখন সে মহানিদ্রা তাহার আর কেহ ভাঙ্গা-ইতে পারিবে না; তখন্ তাহার সে আনন্দের অবসান নাই, সে মুক্তির শেষ নাই; ওই দুইটা লাইনের উপর তাহার রক্ত এমনি করিয়া চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিবে।

* * * *

স্বাধীনতার মুক্ত আনন্দে কমলা আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; তাই সে দেখিতে পায় নাই, এক জন পথিক তাহার সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল।

কমলাকে দেখিয়া পথিক দাঁড়াইল, বোধ হয় এ দৃশ্য তাহার পক্ষে নূতন। একা খোলা মাঠের মধ্যে রাত্রে

একজন সুন্দরী যুবতী,—পথিক ভাবিতেছিল, এ কি! দাঁড়াইয়া দেখিতে লজ্জা হইতেছিল, অথচ চলিয়া যাইতেও ইচ্ছা ছিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ চমকিত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল—বিস্মিত দুই চোক কমলার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল,—

"এঁ্যা—তুমি—কমলা?"

কমলার মুখ সহসা আবেগে পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল—মাথার উপর কাপড়টা ধীরে ধীরে টানিয়া দিতে দিতে কহিল, "তুমি?"

পথিক কমলার স্বামী হরিভূষণ। হরিভূষণের বিস্ময়েব সীমা ছিল না; হাতের লাঠিটা ধীরে ধীরে রাখিয়া সে কহিল, "তুমি এত রাত্রে এখানে যে!"

কমলা চুপ করিয়া রহিল। চার বৎসর আগেকার কথা মনে পড়িয়া চোখ দুটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না।

হরিভূষণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেন?" এবার কমলা অন্য দিকে চাহিয়া উত্তর দিল "মরতে—।"

শুনিয়া হরিভূষণের বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল; কমলার মুখ চোখ দেখিয়া সে কথা অবিশ্বাস হয়না।

তাহার দোষী অন্তর তাহাকে বারম্বার ধিক্কার দিতে লাগিল; পুরাতন স্মৃতি মনে হইয়া সে কিছুতেই সান্ত্বনা পাইল না; আজ এই যে অভাগিনী এমন রাত্রে মৃত্যুর পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার জন্য সে ভিন্ন আর কে দায়ী?

তখন সে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া স্নেহ-স্বরে কমলাকে বলিল, "এস, আমার সঙ্গে এস।"

হরিভূষণ তাহার গৃহের কথা ভাবিল না; সেখানে কমলার যে কোন স্থান নাই, সে কথা তাহার মনে হইল না; মৃত্যু-পথ-চারিণীর পাংশু আনন তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল।

কমলা কহিল, "না—"

তখন হরিভূষণ ধীরে ধীরে তাহার দক্ষিণ হস্ত আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কমলাকে কহিল, "ছি, যখন ডাক্‌চি তখন আস্‌তে হয়—"

বহুদিন পরে এই স্নেহ পাইয়া কমলা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল,—স্বামীর আদরে তাহার সব কথা বিস্মরণ হইল,—কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া সে হরিভূষণের পিছনে পিছনে চলিল।

যখন দুজনে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে; দুয়ার বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর দুয়ার খুলিয়া দিল।

বাড়িতে আসিয়া হরিভূষণ বিপদ গণিল, কি বলিয়া স্ত্রী সুহাসিনীর নিকট কমলার পরিচয় দিবে ?

দুয়ার খুলিয়া দিয়া সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া গেল, "তোমার সঙ্গে ইনি কে ?"

হরিভূষণ থতমত খাইয়া গেল,—কি বলিয়া পরিচয় দিবে, সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতে-ছিল না। খানিকটা কি বলিল, বোঝা গেল না ; তাহার পর চুপ্ করিয়া রহিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "সে বলব—আমাদের এখানে থাক্‌বে—ওই—"

কমলা সুহাসিনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, "উনি বল্‌তে ভয় পাচ্ছেন—আমি বলছি ; উনি কি তোমার স্বামী হন ?"

সুহাসিনী কহিল, "হাঁ"

তখন কমলা কহিল; "তবে শোন। আমিও এক-কালে ওঁর স্ত্রী ছিলাম—তারপর আমার কুলে দোষ ছিল বলে আমাকে ত্যাগ করেন। আজ পথের মাঝখানে হঠাৎ দেখা, আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন।"

হরিভূষণ বিচারপ্রার্থী অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে কমলাকে সঙ্গে আনিয়াছিল, তখন গৃহে তাহার স্ত্রীর কথা মনে হয় নাই ; এখন আসন্ন

ঝঞ্ঝা প্রতীক্ষা করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল, এবং সংসারের চূড়ান্ত অপমান-প্রাপ্ত কমলা এই সামান্য ঘটনাকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করিয়া আরও একটা অকিঞ্চিৎকর অপমানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু একটিমাত্র কথা না বলিয়া সুহাসিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া কমলার হাত ধরিল, "দিদি, এত রাত্রে এমন করে ছোট বোনের কাছে আস্‌তে হয়? যদি তোমাকে না চিনে কোন কথা বলে ফেলতাম্! এ ঘর দুয়ার সমস্তই তোমার—দু'দিন ছিলে না,—আজ আবার যখন ফিরে এসেছ, তখন আবার সব তোমার।"

উৎসের মুখে সামান্য মাত্র আঘাতে যেমন জলাশয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি কমলার অন্তরোৎস-মুখে এই স্নেহাঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় অপূর্ব্ব করুণাধারায় আর্দ্র হইয়া উঠিল; জলভারাবনত মেঘের মত সে নিশ্চল, নির্ব্বাক হইয়া রহিল; এবং এই একটিমাত্র করুণার পরিচয় তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মৃত্যুর অবরোধ অপসারিত করিয়া দিয়া নূতন জীবনের আলোক প্রকাশিত করিয়া দিল।

৪

আজ যে বিনাবাক্যে সুহাসিনী তাহার সিংহাসনের পার্শ্বে আর একজনকে সাদর আহ্বান করিয়া লইল, তাহার জন্য আপাততঃ সংসারে বড় একটা পরিবর্ত্তন বোধ হইল না।

কমলা বহুদিন পরে নিজের সংসারে যে সম্মানের স্থান পাইল, তাহা তাহার আশার অতীত। এত বড় একটা প্রাপ্তির পর সে আর কিছু চাহিল না; তাহার আর কিছু চাহিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ সুহাসিনীর এক রতি মেয়ে লীলাকে সে অধিকার করিয়া লইল। তাহাকে আদর করিয়া, স্নেহ করিয়া, তাহার কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি চরিতার্থতা লাভ করিত।

ত্যাগের যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ আছে, তাহা সুহাসিনীকে আরও সুন্দর করিয়া দিল। নিজের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে আদর করিয়া ডাকিয়া লওয়া কম ত্যাগের কথা নহে। তাহার উপর যখন সে লীলাকে কমলার হাতে দিয়া বলিল, "দিদি ও তোমারই—", তখন কমলা নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক ভাবে শুধু তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ তাহার বুকের মাঝখানে তোলপাড় করিতেছিল, তাহারাই তাহাকে

মূক করিয়া দিয়াছিল; মনে হইতেছিল, এ কোন স্বর্গের দেবতা!

কমলা ছোট মেয়েটিকে কোলে পিঠে করিয়া আদর যত্নের আড়ম্বরে, চুমুর উপর চুমু খাইয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া দিত। সুহাসিনী হাসিত ও কহিত, ও আমার কাছে এত আদর কখনও পায় নাই।

বাস্তবিক, এই অভাগিনীর সর্ব্বপ্রকারে অচরিতার্থ হৃদয়-বৃত্তিগুলি যখন প্রকাশের সামান্যমাত্র উপলক্ষ্য পাইল, তখন তাহারা হিসাব কিতাব না করিয়া বন্যার জলের মত হু-হু করিয়া বাহির হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইল—তাহাকেই প্লাবিত করিয়া দিল।

সংসারে নিস্তব্ধভাবে এই যে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছিল, সুহাসিনী ও কমলা উভয়েই তাহাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু হরিভূষণ খানিকটা বিপদে পড়িয়া গিয়াছিল।

সে যেন আর কিছুতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছিল না। দুই স্ত্রী তাহার পক্ষে নূতন না হইলেও, দুই স্ত্রীকে লইয়া ঘর-কন্না তাহার পক্ষে নূতন। কমলার তাহার উপর ন্যায়তঃ অধিকার সুহাসিনীর অপেক্ষা অনেকটা কম, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সে যখন

সুহাসিনীর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে যাইত, তখন সুহাসিনী তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিত, “দিদির প্রতি এতটা অমনোযোগ তোমার উচিত নয়, তিনি ও তোমার স্ত্রী।”

কমলার কাছে হরিভূষণ নিজেকে আরও বেমানান্ করিয়া ফেলিত। সে যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইত, তখন কমলা উচ্চহাস্য করিয়া বলিত, “যাও, যাও নূতন ক’রে আমার সঙ্গে আলাপের প্রয়োজন নাই, আমাদের পরিচয় ত এই ছয় বৎসর ধ’রে হ’য়ে আস্‌ছে”, বলিয়া সে এমন অতিরিক্ত আদর করিয়া লীলাকে চুমু খাইতে প্রবৃত্ত হইত যে বেচারা হরিভূষণ পালাইবার পথ পাইত না।

লাভে হ’তে এই হইল যে হরিভূষণ তাহার আফিসের অবস্থানকাল আরও দীর্ঘ করিয়া দিয়া রাত্রে বাড়ী আসিয়া কোন রকম করিয়া দু’মুঠা খাইয়া, শুইয়া পড়িবার মত সময়টুকু মাত্র রাখিয়া দিত।

৫

কিন্তু পরস্পরের এই আচরণের মধ্য দিয়াও একটা প্রচ্ছন্ন সত্য দিন দিন স্ফুটতর হইতেছিল, সেটা হরিভূষণের কমলার প্রতি আকর্ষণ। কমলা সেটা সব চেয়ে

ভাল বুঝিত। সুহাসিনী ইচ্ছা করিয়া লক্ষ্য না করিলেও মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিত।

ইহার ভিতর খানিকটা আনন্দ, নারীত্বের কতকটা চরিতার্থতা ছিল। তাই কমলা অন্তর হইতে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। স্বামীর নিকট সে যখন আদর পাইয়াছিল, তখন সে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিত না, তাহা কি। তাহার পর অপমান এবং লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কয়টা বৎসর কাটাইয়া, সে যখন নূতন করিয়া সোহাগের আস্বাদ পাইল, তখন সে কিছুতেই তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। চিত্ত বলে এটা উচিত নয়, যে তোমাকে এত আদর করিয়া নিজের বহুমূল্য রত্ন-ভাণ্ডারের পার্শ্বে আসন দিয়াছে, তাহার কথা ভুলিয়া গিয়া সেই রত্নের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করা অনুচিত; কিন্তু হৃদয়বৃত্তি দমন হয় না। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া হরিভূষণকে প্রত্যাখ্যান করিতে চায়, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যানের ভিতর কোন জোর থাকে না।

সুহাসিনী যেন দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু তাহার মুখে চোখে এই নিদারুণ সত্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল। দিন দিন সে কৃশ, মলিন হইয়া যাইতে

লাগিল। সংসারের প্রতি তাহার সমস্ত আসক্তি যেন দিন দিন শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল।

মুখ ফুটিয়া বলাও চলে না—এবং কাহাকেই বা বলিবে? যে চোর, তাহাকে বিচারের কথা বলায় কোন লাভ নাই। কমলার এ কথাটা বুঝিয়া দেখা উচিত ছিল; পথ-প্রান্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার পূর্ব্বে, এ কথাটা ভাবা উচিত ছিল; যাহার জন্য আজ সে এই গৃহে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার সহিত এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কর্ত্তব্য?

অভিযোগ করিবে এমন লোক নাই, তাই অভাগিনী নিজের নির্জ্জন গৃহে অন্তরালে কাঁদিত। পাছে কমলা জানিতে পারে, তাই সে আপনাকে সর্ব্বদা সংযত রাখিতে চেষ্টা করিত; গোপনে নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে যে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, শত্রুকে সে ক্ষত দেখাইবার কি প্রয়োজন?

সংসারে অলক্ষ্যে যে ভীষণ ঝটিকা উঠিয়াছিল, তাহা কেহ প্রকাশ করিল না বটে, কিন্তু তাহা অপ্রকাশিতও রহিল না। সুহাসিনীর শুষ্ক আননে, পাণ্ডু চোখে, তাহা তাহার ধ্বংসের চিহ্ন রাখিয়া দিল, এবং সংসারের শ্রীহীনতায় প্রকটিত হইয়া উঠিল।

সুহাসিনী ভাবিত, মিথ্যা, সব মিথ্যা! আদর করিয়া সে যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়াছে আজ যে তাহা নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহা তাহারই অপরাধ! সে ভাবিত, সত্যই কি কমলা এত স্বার্থপর, এত হীন? তাহারই অস্ত্রে তাহাকে আহত করার এই যে হিংস্রতা, ইহার কি শেষ নাই?

৬

কিন্তু সত্যই তাহার শেষের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নারীত্বের প্রতি এই বিষমতম অপমান সুহাসিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। অন্যে যদি অপমানের শেষ না করে, ত' তাহার কি সে ক্ষমতা নাই? সাত দিন হরিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ নাই। দুপুর বেলা কমলা সম্রাজ্ঞীর মত আপনার ঘরে বসিয়াছিল, সুহাসিনী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

"দিদি আজ একবার লীলাকে দাও না—" লীলাকে লইয়া কহিল, "তিনি এলে দয়া ক'রে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে ব'লো"—কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সুহাসিনী চলিয়া গেল।

তখনও মনে হয় নাই—সুহাসিনী যাওয়ার কিছু পরে একটা নিদারুণ সম্ভাবনা কমলার মনে জাগিল। মাথার

ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল; সুহাসিনীর আজ এই বিচিত্র ব্যবহারের কি অর্থ?

তাড়াতাড়ি সুহাসিনীর ঘরে গিয়া কমলা দেখিল, সে শুইয়া আছে, চোখ দুটা নিমীলিত প্রায়, এবং বুকের মধ্যে দুই হাতে লীলাকে জড়াইয়া রহিয়াছে।

কমলা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এখন শুয়ে যে?"

সুহাসিনী হাসিবার চেষ্টা করিল, কোন উত্তর দিল না।

তখন তাহার হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া কমলা কহিল, "আমি তোমার দিদি—বল বোন্—"

সুহাসিনীর ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে কহিল "বিষ খেয়েছি—"

বজ্রাহতের মত কমলা চাহিয়া রহিল—"বিষ খেয়েছ! কেন?"

কেন? আজ পর্য্যন্ত সে যে নিদারুণ কথা মুখে প্রকাশ করে নাই, সত্যই কি তাহা প্রকাশের অপেক্ষা করে? তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল—স্তব্ধভাবে সে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন ক্ষুদ্র বালিকার মত সুহাসিনীকে আপনার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা কহিল, "ছি বোন্,

দিদির উপর রাগ ক'রে এমন কাজ কেন কর'লে? আমি বুঝতে পারিনি—আমার অপরাধ হয়েছে—তার জন্য এত বড় শাস্তি আমায় কেন দিলে? একটিবার কেন বল্‌লে না?"

তখনই ডাক্তারের নিকট লোক ছুটিল—ডাক্তার ঔষধ দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছিল, তাই আরোগ্য কঠিন হইল না।

আরোগ্য হইয়া গেলে কমলা তাহাকে ভৎর্সনা করিল, "ছি, এমন কখনও করিতে হয়? আমি তো দুদিনের, আমার জন্য সংসারটাকেঁ ছারেখারে দিচ্ছিলে কেন?"

৭

অনেকদিন পরে হরিভূষণ সুহাসিনীর নিকট গিয়াছিল—কমলা একা।

রাত্রি তখন অধিক হয় নাই, কিন্তু আজিকার এই দারুণ দুর্ঘটনার পর ইহার মধ্যে বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কমলা আজ উন্মত্তের মত অস্থির। দারুণ ধিক্কারে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আজ তাহার নিদারুণ দুষ্কৃর্তির কাহিনী তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিয়াছে। সে কি হীনা, কি

পিশাচী! মৃত্যুর পথ হইতে যে দিন সে ফিরিয়া আসিল, সে দিন যে দেবতা তাহাকে সম্মান দান করিয়া আপনার উর্দ্ধে আসন দিয়াছিল, আজ প্রতিদানস্বরূপ সে তাহাকে মৃত্যু দান করিয়াছিল! ইহার অপেক্ষা পাপ—ইহা অপেক্ষা দুষ্কৃতি আর আছে কি? কমলা ভাবিল, না, আর আমার এখানে থাকা অসম্ভব। ধ্বংস আমার সাথী। যেখানে আমি যাইব সেইখানেই প্রলয় জাগিয়া উঠিবে।

নিরাভরণা সে আসিয়াছিল—একখানি মাত্র সামান্য বসন পরিধান করিয়া সে উঠিল! চোখে তাহার গভীর সঙ্কল্পের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল—বসন স্রস্ত, এবং কেশ অবিন্যস্ত।

তখনও সুহাসিনীর ঘরের দরজা বন্ধ হয় নাই, দরজার পাশ হইতে সুহাসিনীকে বারবার নমস্কার করিল, "তুমি দেবতা—দেবতা! আমাকে ক্ষমা ক'রো।"

তাহার পর ঘুমন্ত লীলাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া, বারবার চুমু খাইতে খাইতে চোখের জল বাধা মানিল না; এবং বিগত সুখের কথা মনে করিয়া তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু থাকিতে আর সাহস হয় না! সে নিজের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়াছে।

মৃত্যুর সময় যেমন সমস্ত জীবনের কাহিনী স্মৃতির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত সুখ দুঃখের চিত্র একে একে তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল, তাহার দুর্ব্বলতার নিদারুণ ছবিখানি !

তখন লেলিহান অগ্নির মত সে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল। কোথায় যাইতেছে জানে না; কোন পথে যাইবে তাহারও স্থিরতা নাই। দূরে—দূরে—তাহার সেই অগ্নিকুণ্ড, তাহার দুর্ব্বলতা, তাহার নিষ্ফলতা হইতে দূরে ছুটিয়া চলিল। চাঁদ ডুবিয়া গেল—চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিল, তবুও তাহার বিরাম নাই।

এই না ? এই সেই স্থান, যেখান হইতে সে মৃত্যু হইতে তাহার স্বামীর সহিত আশার পথে ফিরিয়া গিয়াছিল ! অন্ধকারকে যদি বরণ করিতে হয়—মৃত্যুকে যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে এই উপযুক্ত স্থান।

ওই সেই লাইন, যেখানে সে দিন সে ভাবিয়াছিল, তাহার শেষ শয্যা রচনা করিয়া সে নিদ্রাভিভূত হইবে; তারপর যখন গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ী আসিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে—তখন তাহার সে মহানিদ্রা, সে মহাশান্তির আর কিছুতেই অবসান হইবে না।

তাহারই নিকটে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সে একবার সুখের কাহিনীগুলি আওড়াইয়া লইতে চাহিল; কিন্তু সময় নাই, গাড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে, আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, তাহার সহস্র দীনতা লইয়া সে যেমন আছে, তেমনি ভাবে তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

যখন গাড়ীর শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন অবিচলিত পদক্ষেপে সে ধীরে ধীরে লৌহ-বর্ত্মের উপর শয়ন করিল। তখন সেই কঠিন লৌহ, অনুতপ্তা মুক্তিপ্রার্থিনী কমলার নিকট, কোমল শয্যা অপেক্ষাও কোমলতর মনে হইতে লাগিল।

বাঁশী বাজাইয়া, গর্জ্জন করিয়া, বিরাট হিংস্র সরীসৃপের মত এঞ্জিন যখন তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইল, যখন তাহার রক্ত চক্ষু হইতে আলোকরেখা শুভ্র মসৃণ লাইনের উপর শোণিতরেখার মত ফুটিয়া উঠিল, যখন মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যে ব্যবধানটুকু ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন পরম নিশ্চিন্তমনে অদূরবর্ত্তী মহালোকের আশায় কমলা ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সন্ন্যাসী

১

ঘাটের ধারে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় যে জীর্ণপ্রায় পরিত্যক্ত কুটীর বহুদিন শূন্য পড়িয়াছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানে এক সন্ন্যাসী!

গৌরবর্ণ, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড এই সন্ন্যাসী একদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রামবাসীর কৌতূহল আকর্ষণ করিল।

সন্ন্যাসী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সমস্তদিন ধরিয়া হোম করে, মাথার উপর রৌদ্র যখন খর হয় তখনও তাহার বিরতি নাই, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে,

ভোজনের জন্য তাহার কোন আগ্রহ বা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

এত বড় একটা অদ্ভুত প্রাণী সচরাচর মেলে না—বিশেষ এই ললিতগাঁয়ে।

গ্রামবাসীরা সমস্ত দিন তাহার দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে বেলা অবসানেও যখন তাহারা কিছুতে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন ফিরিয়া গেল।

২

পরদিন এক বৃদ্ধা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর—"

সন্ন্যাসী কহিল, "কি ?"

"কে আপনি দয়া করে আমাদের এখানে এসেছেন ?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিল, "আপনাদেরই মত মানুষ—বোধ হয় তাও নয়—"

বৃদ্ধা জিভ কাটিল, "অমন কথা বলবেন না—আপনি দেবতা—"

হোমের আগুন লক্ লক্ করিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী কহিল, "মা, যাকে তাকে দেবতা বলে পাপের ভাগী করবেন না—দেবতা কি সহজে হয় ?"

বৃদ্ধা আর একবার গড় করিল, "একটা কথা বলব ?"

সন্ন্যাসী কহিল, "বলুন—"

"আপনার সেবার জন্যে কিছু এনেছি, যদি দয়া করে গ্রহণ করেন"—বলিয়া একথাল অন্ন এবং অন্যান্য ভোজ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল, "গ্রহণ করব বৈ কি মা! পরের দেওয়া অন্নে আট বৎসর উদর পূর্ত্তি কচ্ছি, আজ আর তা নইলে আমার চলে না।"

সেই দিন হইতে প্রত্যহ গ্রামবাসীগণ সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন দিয়া যাইত।

৩

সন্ন্যাসীর কুটির হইতে খানিকটা দূরে জমিদার বিপিন-বাবুর বাটি।

নবীন যৌবনে বিপিনবাবুর উদ্দাম চরিত্রের কথা দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা একদিন কোথা হইতে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। চার পাঁচ বৎসর কলিকাতায় থাকার পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার ছোট ফুটফুটে মেয়ে মন্দা।

এই বিবাহ সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট, কারণ বিপিনবাবু জমিদার!

কলিকাতায় যখন বিপিনবাবু ছিলেন তখন দেশের লোকে বাঁচিয়াছিল—তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কতকগুলি ভক্ত এবং বন্ধু জুটিয়া গেল। জমিদারকন্যা মন্দা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

তুপুরবেলা একটা ছিন্ন বই হাতে লইয়া মন্দা আসিয়া উপস্থিত, "সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন ছিল, চোখ খুলিয়া বলিল "মা এসেছ? এই তুপুর রৌদ্রে ঘুমোলেনা কেন?"

মন্দা পবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "নাঃ,—কত পড়েছি আপনাকে তাই দেখাতে এলাম,—আর একটা জিনিষ এনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

ধ্যান অগত্যা বন্ধ রাখিতে হইল! সন্ন্যাসী কহিল, "কি, দেখি?"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা পুতুল বাহির করিয়া মন্দা কহিল, "এ হচ্ছে বড় বৌ। আরো মেজ বৌ, সেজ বৌ, ন বৌ, ছোট বৌ, ঘরে আছে, নিয়ে আসব?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "না থাক্, আজ আর আন্‌তে হবে না, কাল এনো।"

তখন বড় বৌকে কোলে রাখিয়া মন্দা তার ঘরকন্নার কথা পড়িল। "ওদের বাড়ীর কুন্দর ছেলের সহিত বড় বৌএর মেয়ের এই সে দিন বিবাহ হইয়া গেছে—তাতে কত ঘটা কত আমোদ!" ছোট দুইখানি হাত ঘুরাইয়া মন্দা তাহারই কথা বলিতে লাগিল!

সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, চোখে জল আসিয়াছিল। এই একটী অবোধ ছোট মেয়ে,—কি জানি কেন এর এত মোহ! সে তার ছোট দুখানি হাতে এমন সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করিয়াছে যে, এই দীর্ঘ আট বৎসরের কঠিন সংযমের পরও সন্ন্যাসী সে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। ওই তার সুন্দর মুখখানি—সে কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়! কিসের একটা আভাস—কিসের একটা স্মৃতি! নদীর জল ছল্ ছল্ করিতে থাকে, গাছের পাতায় হাওয়া শির্ শির্ করিয়া উঠে, চোখের জল কোন রকম করিয়া ঢাকিয়া সন্ন্যাসী মন্দাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, "যাও মা, বাড়ী যাও, বেলা পড়ে আসছে।"

অনর্গল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্দা থামিয়া যায়—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার চোখে জল কেন?"

সন্ন্যাসী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে "আমার কি চোখে জল আসে মা? ঐ হোমের আগুণে সব শুকিয়ে গেছে—"

মন্দা গলা জড়াইয়া ধরে "কিন্তু ঐ ত' রয়েছে!" তখন অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মন্দার মুখচুম্বন করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

৫

বাড়ীতে ইহার জন্য মন্দাকে অল্প লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। তাহার ঠাকু'মা দেখিবামাত্র তাহাকে শাসন করিতেন, কহিতেন,

"কোথা গিয়েছিলি রে?"

মন্দা একটা ঢোক গিলিয়া বলিত, "ঘাটের ধারে।"

"সন্ন্যাসীর কাছে বুঝি?"

মন্দা চুপ করিয়া থাকিত।

তখন ঠাকু'মা গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন "এমন মেয়েও ত দেখিনি! সন্ন্যাসীর কাছে দিবারাত্র পড়ে থাকা, এমন ত শুনিনি! হতভাগা মেয়ে,—তারা কত কি জানে, তাদের কাছে কি থাকতে আছে, তারা নজর দিলে অনাছিষ্টি হয়, অসুখ বিসুখ করে দিয়ে মেরে ফেলে! কতবার বলি—রাক্কুসী মেয়ে তবু শোনে না!"

মন্দা কহিত "না ঠাকু'মা, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কত ভাল বাসেন, কত গল্প বলেন,— কত আদর করেন—"

ঠাকু'মা সভয়ে বলিতেন, "ঐ রে, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপাকে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি !"

সন্ন্যাসীরও বিপদের অন্ত ছিল না। মন্দার মত দুএকটি বন্ধু ছাড়া তাহার অসংখ্য ভক্তও জুটিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাদের ভক্তিস্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তখন সন্ন্যাসী প্রমাদ গণিত।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ ছিল এই যে, ভক্তের প্রার্থনা প্রায় ঔষধ-যাচ্ঞারূপেই প্রকাশ পাইত। 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার মেজবৌমার হজম হয় না', 'আমার ছেলেটার পিলে হয়েছে,' 'নাত্তিটা জ্বর-বিকারে মর মর,' 'মেয়েটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্চে' ইত্যাকার রোগের বিবরণ ও তাহার পর ঔষধ প্রার্থনা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার বিরাম থাকিত না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিত, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার এ অধিকার কবে হইতে! এতগুলা লোকের বিশ্বাস সে কেমন করিয়া বিনা প্রমাণে জন্মাইয়া দিয়াছে! এবং এ বিশ্বাসের মূলই বা কি?

সে কিছুতেই ঔষধ দিতে সম্মত হইত না, কিন্তু ভক্তেরা ছাড়িবে না! অগত্যা প্রত্যেক প্রার্থীকেই একটু করিয়া হোমের ভস্ম দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

তাহার ফল এই হইত, যাহারা বাঁচিবার তাহারা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেই সন্ন্যাসীর খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ হইয়াছিল, মন্দাকে লইয়া। সে এমন করিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় কেন,—সন্ন্যাসীর কঠিন প্রাণকে এমন করিয়া স্নেহ-কোমল প্রেম-আর্দ্র করিয়া দেয়, কিসের মোহে! ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে মন্দার মুখ; মন সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া থাকে মন্দার লঘু পদ-শব্দের প্রতীক্ষায়! সংসারের মায়া কাটাইয়া এ কি মায়াবিনীর মোহ-পাশে আজ নূতন করিয়া বন্ধন!

দুই হাত জোড় করিয়া সে বলে "দেবতা আমার! যেমন ক'রে আমাকে সেবার সংসার হ'তে মুক্তি দিয়েছিলে, তেমনি করে এ নূতন বন্ধন কেটে দিয়ে আমাকে তোমার পায়ের তলায় নিয়ে চলো!"

* * * * *

সন্ন্যাসীর চারিপার্শ্বে দেশের লোক যে বিরক্তি এবং মন্দা যে আকর্ষণ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সন্ন্যাসী একদিন স্থির করিল তাহা হইতে আপনাকে সেই রাত্রে সে মুক্তি দিবে।

কিন্তু মন্দা! দু'দিন মন্দা আসে নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে! কেন? আজ রাত্রে সে মুক্ত হইবে, বন্ধনহীন হইবে—তবে আর কাহার জন্য চিন্তা! সে আজ চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে!

কিন্তু হায়, তবু মন বলে, মন্দা!

৬

সন্ধ্যার সময় বন্দনা শেষ করিয়া সন্ন্যাসী বসিয়াছে। আজ গভীর রাত্রে সে ললিতগাঁ ত্যাগ করিবে।

এমন সময় মন্দার ঠাকু'মা আসিয়া প্রণাম করিল, "ঠাকুর, মন্দার বড় অসুখ করেছে, একবার তাকে দেখ্‌বেন চলুন।"

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিল, "মন্দার অসুখ—কি অসুখ?"

"বসন্ত হয়েছে।"

সন্ন্যাসী কাঠের মত বসিয়া রহিল। এ কি পরীক্ষা! আজ সে যখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতেছিল, তখন সব চেয়ে কঠিন বন্ধনের কি এ নিদারুণ আকর্ষণ! মন্দা তাহার কেহ নয়, বিশেষ সে চিকিৎসক নহে, কি হইবে মন্দাকে

দেখিয়া ? আর নহে, আবার নূতন করিয়া সে ধরা দিতে রাজী নহে।

"আমি গৃহীর বাড়ীতে যাই না, আপনাকে আমি এই ছাই দিচ্ছি, এতেই ভাল হবে।"

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিল, কহিল, "ঠাকুর তোমারই কাছে সে আস্ত, এখানেই কি অপরাধ করে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে,—তুমি দয়া করলেই সে সেরে উঠ্বে—একটিবার চলো।"

সন্ন্যাসী কহিল, " না।"

৭

হোমের আগুণ নিভিয়া গিয়াছে—এইবার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। অদূরে মন্দাদের বাড়ী, একটা ঘর হইতে আলো আসিতেছিল—বোধ হয় ঐ ঘরে মন্দা আছে!

সেই দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর চোখে জল আসিল—কিন্তু আর নয়!

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিল, এইবার সে ললিতগাঁ ও তাহার স্মৃতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করিবে।

এমন সময় কুটিরের দ্বারে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল,—বস্ত্রে সমস্ত দেহ সংবৃত, মুখ খোলা।

বিস্মিত সন্ন্যাসী কহিল, "কে!"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া সে কহিল, "আমি—নীরদা।"

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী দশ হাত সরিয়া গেল,—ক্ষীণ আলোকে একবার মুখখানা দেখিয়া লইল—"নীরদা!"

বোধ হয় দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল—সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল। "এ কি?"

দুই পা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া নীরদা কাঁদিতে লাগিল, "এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা আমাকে কি পাপের মাঝখানে এনে ফেলেছে—তা তোমাকে কি বলব? তোমার সমস্ত হোমাগ্নির দাহর চেয়ে তীব্র জ্বালা আমাকে দিনরাত্রি পুড়িয়ে মারচে—উপায় নেই—উপায় নেই—"

সন্ন্যাসী পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল—"আমাকে স্পর্শ করোনা!"

নীরদা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "তোমাকে ছেড়ে এসে অবধি কি চিতার আগুনে আমি পুড়চি তা বলতে পারবো না। সারা জীবন তেমনি পুড়তে হবে; তোমার পায়ের তলায় আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার বিরাম হয়েছে; দয়া করো, এই এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে বঞ্চিত করোনা,—তুমি দেবতা, তোমার স্পর্শ আমাকে ভিক্ষা দাও!"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমি এখনই এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব—"

নীরদা কহিল "তবে বিলম্ব করোনা—আমার ক্ষমা নেই, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত দাহ জানি, কিন্তু তোমার ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, সেই তোমার একমাত্র স্মৃতি, যাকে বুকে নিয়ে তোমার কথা মনে করে প্রাণ জুড়োই—তাকে তুমি বাঁচাও ; তুমি মনে করলে, তুমি দয়া করলে সে নিশ্চয় বাঁচবে! তিন মাসের মেয়ে,—তাকে কোলে করে—"

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, সে কাহিনী শুন্‌লে বাতাস নিশ্চল হবে, গাছপালা শিউরে উঠবে!"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া নীরদা কহিল, "তবে থাক্ ; কিন্তু তুমি চলো—তাকে বাঁচাও, দয়া করো, দয়া করো।"

যন্ত্রচালিতের মত সন্ন্যাসী কহিল, "চল।"

৮

মন্দার মাথার শিয়রে আসিয়া যখন সন্ন্যাসী বসিল, তখন মন্দার ঠাকু'মা কহিলেন, "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনে অবশেষে যে তুমি মন্দাকে দেখ্‌তে এসেছ, এতেই আমার মনে হচ্ছে, মন্দা নিশ্চয় বাঁচবে।"

সন্ন্যাসী কহিল, "বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে। ভেবেছিলাম আস্‌ব না—কিন্তু মন্দাকে না দেখে থাকৃতে পারলাম না।"

ঠাকু'মা কহিলেন, "তার ওপর এই দয়া চিরকাল রেখো, ঠাকুর।"

সে কি অক্লান্ত সেবা! দিন এবং রাত্রির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গেল—বিনিদ্র, নিরলস ভাবে সন্ন্যাসী সাতদিন মন্দার মাথার শিয়রে কাটাইয়া দিল। যে রাত্রে মন্দাকে সে প্রথম দেখিতে আসে, সে রাত্রের কথা একটা স্বপ্ন-কাহিনীর মত! ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, যে আজ ব্যাধির প্রকোপে সংজ্ঞাহীন, সে তারই, সে সেই ছোট তিন মাসের মেয়ে, যে তার ক্রোড়চ্যুত হয়েছিল! তার ব্রণাঙ্কিত অধরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চুম্বন দান করে, সেবার মধ্যে দিবারাত্রি প্রার্থনা করে—"হে ঠাকুর মন্দাকে বাঁচাও, পতিতার, আশ্রয়-হীনা কলঙ্কিনীর সেই একটি মাত্র শীতল সান্ত্বনা, একটিমাত্র স্মৃতি! তাকে ফিরিয়ে দাও!"

সাতদিনের পর যখন মন্দা রোগমুক্ত হইল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, "এখন তবে যাই!"

ঠাকু'মা কহিলেন, "ঠাকুর আপনাকে কি বলব, কি দেবো, জানিনা! আপনি দেবতা।"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, শুধু মুক্তি দিন, আর আবার যদি কখনও ফিরি, মন্দাকে দেখ্‌তে দেবেন।"

ঠাকু'মা কহিলেন, "মন্দা ত ঠাকুর আপনারই ; আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন, সে আর আমাদের নয়! তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে কল্লেই দেখতে পাবেন—এ ত ছোট কথা।"

বিদায়ের সময় মন্দাকে বুকের মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী বার-বার আদর করিতে লাগিল—ছাড়িতে ইচ্ছা করে না,—তার পর অশ্রুজল রোধ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল!

৯

ললিতগাঁ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইল, সমস্ত অঙ্গে নিদারুণ বেদনা! সাত দিন ও রাত্রি পরিশ্রমের জন্য শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল—তবু আর এক দণ্ড থাকিবে না। স্মৃতি আবার তাহার ভাগ্যে দারুণ সত্য রূপে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে—সুতরাং আর না!

ললিতগাঁ হইতে সে বেশী দূর হইবে না, এক ক্রোশের মধ্যেই,—ততদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, একটা গাছের তলায় সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল।

কেন এমন হইল? আপনার দেহের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, বসন্ত গুটিকায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে!

চোখ বুজিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল, "আঃ—এই ত ভাল! আমার মত অভাগার মৃত্যু লোকালয়ে শোভা পেত না, তাই ভগবান মানুষের সম্পর্ক থেকে দূরে এইখানে আমাকে এনে ফেলেছেন! এখানকার মুক্ত বাতাস, গভীর স্তব্ধতা, এই ত সন্ন্যাসীর মৃত্যুর উপযোগী!"

গাছের একটা শিকড়ে মাথা রাখিয়া সন্ন্যাসী শয়ন করিল।

নিদ্রার মধ্যে, চেতনা-হীনতার মধ্যে একটি মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠে, সে মন্দার! সেই তিন মাসের ছোট মেয়ে মন্দার, তাহার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়-শায়িতা মন্দার, আট বৎসর পূর্ব্বেকার লতাপাতা-ঘেরা, আনন্দ ও প্রেমোজ্জ্বল গৃহের মন্দার!

১০

কতদিন এমন ভাবে কাটিয়াছিল স্থির নাই। যে দিন সন্ন্যাসী চোখ খুলিল, সেদিন তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া সুনিবিড় হইয়া আসিয়াছে।

একটা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ান সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নামিয়া আসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিল,

—ললিতগাঁর সেই সন্ন্যাসী যে তাহার প্লীহা আরাম করিয়াছিল।

হাত জোড় করিয়া সে কহিল, "ঠাকুর আপনার এ দশা কেন? আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?"

সন্ন্যাসী কহিল, "দয়া করে যদি একটি কাজ করো। তোমার ঐ গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিয়ে ললিতগাঁর বিপিনবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দাও—"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া সন্ন্যাসী রোয়াকে উপবেশন করিল।

ভাল আওয়াজ বাহির হয় না,—কম্পিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল, "মন্দা—ও মন্দা—"

শুনিয়া মন্দার ঠাকু'মা মুখ বাড়াইলেন, "ওমা সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! বসন্ত হয়েছে দেখছি—এমন অবস্থায় এখানে এলেন কেন, ছেলেপুলের বাড়ী—"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, "একবার মন্দাকে দেখতে এসেছি—"

ঠাকু'মা স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "না, না, সে কাহিল, এখন সে উঠতে পারবে না, তাকে এখন দেখা হতে পারে না—"

গোলমাল শুনিয়া বিপিনবাবু বাহিরে আসিলেন, "কি হয়েছে ?"

তাঁহার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একবার মন্দাকে ত ঐ অসুখে ফেলেছিলেন, আবার এই অবস্থায় তাকে দেখতে চান,—কেন বাপু, তার ওপর এত নজর।"

বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিল, "মরবার আগে একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখব—দয়া করুন—"

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী রোয়াকে শুইয়া পড়িতেছিল।

বিপিনবাবু ক্রোধের ভরে বলিলেন, "না—না, তা হবে না। মন্দা, মন্দা, সমস্ত দিন শুধু মন্দা, মন্দার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ?"

সন্ন্যাসী উর্দ্ধে চাহিল, "তিনি জানেন!"

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনবাবু কহিলেন, "যাও, যাও, ও সব হবে না বল্‌ছি, আমার বাড়ী থেকে বেরোও—"

চোখের জল বাধা মানিল না। "একবার, একটিবার শুধু—তারপর চলে যাবো—"

ক্রোধের তখন পরিসীমা ছিল না, বিপিনবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবু যাবে না—দরোয়ান, এই পাগলটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে!"

শুনিয়া সন্ন্যাসী দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল,—অবলম্বনহীন মস্তক দুই হাতের মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িল,—তবু সে চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং অদূরে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় মন্দার হাত ধরিয়া মন্দার মা সেই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর শির আপনার কোলের উপর রক্ষা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইল, তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নিশ্বাস-সৌরভে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া লইল, এবং তাহার ব্রণাঙ্কিত কপোলে বারবার চুম্বন দান করিয়া কহিল, "ঐ এসেছে, তোমার মন্দা এসেছে,—আমি তাকে এনেছি—"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া নীরদার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মন্দার হাত আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আবার চোখ বুজিল!

দান

১

গোপীকান্ত শুদ্ধমাত্র অর্থচেষ্টায় আপন দেশ ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়া বসবাস করিতেছিল। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না, কেবল একমাত্র অর্থ। স্নেহের আস্পদ তাহার কেহ কখনও ছিল কি না, সে কথা গোপীকান্ত কাহাকেও বলে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "না,—পাঁচ বৎসর বয়সে পিতা-মাতা উভয়কেই হারাইয়া সেই অবধি আমি একা।" তাহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া বলে, "না।"

এখন তাহার বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধে, মাথার চুল কতক পাকা, কতক কাঁচা। পনর বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন

বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া প্রবাসে আসিয়াছিল, তখন দুই বেলা তাহার আহার জুটিত না, এবং মাত্র একখানি ছিন্ন বস্ত্রে কোনও প্রকারে লজ্জা নিবারণ হইত। তাহার পর এই পনর কুড়ি বৎসরের অদম্য অধ্যবসায়ে সে দেশের মধ্যে একজন প্রখ্যাত ধনবান্ হইয়াছে।

অর্থহীন ও আশ্রয়হীনকে টাকা ধার দিয়া অসম্ভব সুদে তাহা আদায় করা, এই তাহার ব্যবসায়।

ব্যবসায়ে তাহার দুর্নাম ছিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ক্ষতি হইত না। লোকের যখন টাকার অভাব হইত, তখন অগ্র পশ্চাৎ ভুলিয়া তাহারই নিকট ছুটিয়া আসিত; এবং গোপীকান্ত যখন একটি একটি করিয়া টাকা গণিয়া দিত, তখন তাহার চোখের সম্মুখের সেই দিনের চিত্র ভাসিয়া উঠিত, যখন সেইগুলি আবার চতুর্গুণ হইয়া তাহার সিন্দুকের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে।

এই টাকা গণিয়াই তাহার দিন কাটিত। কিন্তু কেন, কাহার জন্য, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার বিশাল প্রাসাদের মত গৃহে দিনের পর দিন সে কঙ্কালের মত কেবল টাকা নাড়িত; এবং অর্থের পরিমাণ যতই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত অন্তর একখণ্ড পাথরের মত নির্ম্মম, নীরস হইয়া উঠিতে লাগিল।

লৌহপ্রাচীরবেষ্টিত গৃহের দুয়ারে মুক্ত-তরবারি শান্ত্রী পাহারা দিয়া ফিরিত, এবং কোনও দিন যদি অজ্ঞাতে কোন ভিক্ষুক দুয়ারপ্রান্তে মুষ্টিভিক্ষার আশায় আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। গোপীকান্ত উপরের জানালা হইতে দেখিয়া হাসিত।

লোকে সন্দেহ করিত, তাহার জীবনের মধ্যে কোনও এমন একটা অজ্ঞাত কাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে—যাহা তাহার জীবনকে এমনি কঠোর করিয়া দিয়াছে! মানুষ সহজে এত নির্ম্মম হয় না, এবং ছেলেবেলায় গোপীকান্তকে যাহারা জানিত, তাহারা বলে এ যেন অন্য মানুষ!

এ যেন জোর করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, প্রতিহিংসা লওয়া! দরিদ্রের চক্ষু যতই বিপদে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত, ততই গোপীকান্তের লৌহ হস্ত তাহাদের আরও দৃঢ় চাপিয়া ধরিত, এবং একটা রুদ্র নির্ম্মম তৃপ্তিতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিত!

২

বরদা আসিয়া কহিল, "ভাই গোপী আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে হচ্ছে।"

বরদার সহিত গোপীকান্তের সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছিল।

গোপী কহিল, "কত?"

"আমার ছেলেটা অত্যন্ত পীড়িত—তাকে কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবো ভাব্‌ছি; উপস্থিত শ'চারেক দাও!"

গোপী কহিল, "বাঁধা দেবার মত তোমার কি সম্পত্তি আছে?"

"আমার বাড়ীখানা।"

গোপী তাহার বাড়ী দেখিয়াছিল। বলিল, "কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।"

ইতিমধ্যে গোপীকান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া রাখিল। পরদিন প্রাতে আপনার বসতবাটি বাঁধা রাখিয়া বরদা অসম্ভব সুদে চারি শত টাকা ধার লইয়া ফিরিল। বন্ধু বলিয়া এক বৎসরের পরিবর্ত্তে দুই বৎসরের মিয়াদ!

৩

বরদা তাহার একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া যখন ফিরিল, তখন সংসারের প্রতি তাহার বিরাট অনাস্থা হইয়া গিয়াছে! কিছুতেই আর মন বসে না! তাহার স্ত্রী একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে দেখিবে, না নিজে সবল হইবে, বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু তাহার আফিস এবং তাহার ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকুরী তাহাকে রেহাই দিবে না! সুতরাং অনেকখানি

জীবনীশক্তি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া, বরদা আবার তাহার ছোট কেদারাখানিতে ঠেস দিয়া মসীলিপ্ত টেবিলে আপনার সনাতন কাজ আরম্ভ করিয়া দিল!

অবহেলার সহিত অথবা অনিচ্ছার সহিত সংসারের ছোট বড় কাজ সমস্তই আবার করিতে হইল। শুদ্ধ একটা কাজ অকৃত রহিয়া গেল; সেটা গোপীকান্তের স্থদ দেওয়া! অবস্থার দৈন্য যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণও বাড়িয়া চলিল।

কোনক্রমে নিজেদের দিন চলাই ভার। তাহার উপরে কেমন করিয়া টাকা শোধ করিবে,—কেমন করিয়া স্থদ দিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনাই শুধু বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এমনি করিয়া ছু'বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ঋণের পরিমাণ ছুই বৎসরে দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা শোধ কবিবার ভরসাও প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে।

অবশেষে গোপীকান্ত এক আধ বার তাগিদ করিয়া নালিশ করিবার কথা বলিল।

বরদা তাহার নিকট আসিয়া অনুনয় বিনয় করিল, "ভাই, আরও ছু'চার মাস অপেক্ষা কর, তোমার টাকা

আমি যে কোন প্রকারে পারি পরিশোধের উপায় দেখি।”

গোপীকান্ত কিন্তু বজ্র অপেক্ষাও কঠোর,—বলিল, “না, তা’ আমি পারি না।”

নালিশ হইয়া গেল।

গোপীকান্তের পক্ষে ডিক্রী হইল, এবং ডিক্রীতে বরদার বসত বাটি বিক্রয় হইয়া গেল। গোপীকান্ত স্বয়ং খরিদ করিল।

৪

আঘাতের পর আঘাত বরদা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবসন্ন জীবন একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাশ্রয়করিল।

দখল লইবার সময় যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন কেহ কেহ গোপীকান্তকে গিয়া বলিল, “বরদা এখন শয্যাশ্রিত, দয়া ক’রে তাদের কিছুদিন বাড়ীটায় থাক্‌তে দিন্।”

গোপীকান্ত বলিল, আমারও ত’ সেই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাড়ীটার সংস্কারের দরকার হয়েছে; তা ছাড়া আমি ভাড়াটীয়া পাচ্ছি—এ অবস্থায় কি ক’রে তাদের থাক্‌তে দিতে পারি?”

গোপীকান্তকে সকলে চিনিত, সুতরাং বুঝিল, তাহার সহিত তর্ক বৃথা।

কিন্তু তথাপি সকলে আশা করিয়াছিল, হয় ত' ঠিক সময়ে গোপীকান্ত নরম হইবে—অবস্থা দেখিয়া হয় ত' তাহাদের আরও কিছু দিন থাকিতে দিতে পারে।

কিন্তু দখল লইবার দিন গোপীকান্ত স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হইল, পাছে কর্ম্মচারী ও পেয়াদার অসাবধানতায় আইন মত অক্ষরে অক্ষরে দখল না পায়!

কর্ম্মচারা যিনি গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "অবস্থা দেখে দয়া করুন, মশায়!"

গোপীকান্ত ঘাড় নাড়িল,—"তা হয় না, ওদের উঠিয়ে দিয়ে আমাকে দখল দিতে হবে।"

কর্ম্মচারী কহিলেন, "রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তাকে এখন অন্যত্র লইয়া গেলে প্রাণহানিও অসম্ভব নয়। দয়া করে একটু বিবেচনা করুন।"

গোপীকান্ত কহিল, "কিন্তু, আদালতের হুকুম আপনি অমান্য করিতে পারেন না।"

অবশেষে পেয়াদাকে পাঠান হইল, সে আসিয়া কহিল, "মাইজি বড় কাঁদচে!"

বজ্রগম্ভীর স্বরে গোপী কহিল, "না, আমার আজ দখল চাই-ই।"

শুনিয়া অস্ফুটে কর্ম্মচারী একটা অভিসম্পাৎ দিলেন, পেয়াদাকে কহিলেন, "আরও চার জন লোক ডেকে নিয়ে এসে তোমরা সাবধানে রোগীকে আমার বাড়ীতে নিয়ে চল।"

তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পেয়াদা এমন ধারা অদ্ভুত নির্ম্মম ব্যাপার আর দেখে নাই; কিন্তু উপায় নাই, বিদ্রোহী হৃদয়কে দমন করিয়া আদেশ পালনের জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময় বরদার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া গোপীকান্তের পায়ে পড়িল, "দোহাই আপনার, রক্ষা করুন—বাঁচান—"

তাহার বসন স্রস্ত হইয়া গিয়াছিল, মাথায় কাপড় ছিল না। সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না,—লজ্জা করিবার সময় নাই।

কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া গোপীকান্ত মৃতের মত পাংশু হইয়া গেল! সেখান হইতে নড়িবার বা চলিয়া যাইবার ক্ষমতা রহিল না, পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া কহিল, "সুরমা !"

গোপীকান্তর মুখের পানে চাহিয়া সুরমার মুখ রক্তহীন হইয়া গেল, সে তাহার অশ্রুসিক্ত নয়ন দুটি সেই পাথরের মত কঠিন মুখে নিবদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ সকলেই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার পর ধীরে ধীরে একটা চৌকিতে বসিতে বসিতে গোপীকান্ত কর্ম্মচারীকে কহিল, "না, না, আমি আর দখল চাই না।"

৫

ভিতরে একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস ছিল।

কলঙ্কিত মাতৃগৃহে শৈশব যাপন করিয়া সুরমা যে দিন বসন্ত-শ্রীতে যৌবন-সৌন্দর্য্যের মধ্যে জাগরণ লাভ করিল, সে দিন তাহার সম্মুখে গোপীকান্ত যৌবন-দেবতার স্বরূপ লইয়া দাঁড়াইল।

তখন গোপীকান্ত নির্ধন ছিল না, এবং কুরূপও ছিল না। যৌবনের প্রথম উন্মাদনা তখন দু'জনকেই নেশার মত ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, তাই অন্ধভাবে দুজনে উল্কাবেগে ধ্বংসপথে চলিতে লাগিল। সে বেগে পথপ্রান্তে ধূলিকণার মত গোপীকান্তের অর্থ নিঃশেষে উড়িয়া গেল।

কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার হইল, যাহাতে গোপীকান্ত একেবারে পিছাইয়া পড়িল!

সুরমা পুত্রবতী হইল। তখন বন্ধুগণ গোপীকান্তকে ভয় দেখাইল যে, নালিশ করিলে সুরমা তাহার পুত্র সহ আজীবন গলগ্রহ হইয়া থাকিবে।

তখন শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত গোপীকান্তের বাক্স হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং সে তাহার বন্ধুবর্গের এ কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিল না।

ফলে এই হইল যে, একদিন দুর্জ্জয় শীতের শীতল প্রভাতে সুরমা ও তাহার নবজাত পুত্রকে রাস্তায় বসাইয়া গোপীকান্ত অন্তর্হিত হইল। সেই দিনই সে এক বস্ত্রে বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিল।

গোপীকান্তের এই ব্যবহারে সুরমার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে ভরিয়া গেল। সে এই মানবাকৃতি পশুর উপর এত দিন নির্ভর করিয়াছিল! একটা দারুণ অনুশোচনায় তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইল। সে স্থির করিল আত্মহত্যা করিয়া তাহার কলঙ্কিত জীবন শেষ করিবে। কিন্তু হায়, এই এক রত্তি মায়াবী সন্তান, সে তার তরুণ হৃদয়ে সংসারের সহিত সুরমার এমন একটা সম্বন্ধ রচনা

করিয়া দিল যে, তাহার সুদৃঢ় পাশ সে স্বেচ্ছায় ছেদন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

বরদা তখন কলেজে পড়ে। তরুণ সুন্দর যুবক, উচ্চ-ভাবে অন্তর পরিপূর্ণ, আর্ত্তের দুঃখমোচনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ! সহসা পথের মাঝখানে সুরমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাড়াইল। তাহার পর তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া কলঙ্কিনীকে আপনার গৃহে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেল!

তখন বিরাট নিদ্রোত্থিত পঙ্গু সরীসৃপের মত সংসার তাহার রক্তচক্ষু দ্বারা এই পরহিত-ব্রত যুবককে দগ্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিল। বন্ধু-বান্ধব তাহার এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের জন্য তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল, এবং সংসারের প্রত্যেক দুয়ার তাহার পক্ষে বন্ধ হইয়া গেল!

তাহার পর, সে সুদীর্ঘ কাহিনী। কেমন করিয়া এই দুই হৃদয় দিনের পর দিন সঙ্গীহীন নির্জ্জনতার মধ্যে মিলনের অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিল, সংসারের ঘৃণা ও অবহেলার মধ্যে তাহাদের প্রেম কেমন করিয়া স্বর্ণ-কমলের মত বিকশিত হইয়া উঠিল, আপনার পঙ্কিল-কদর্য্য-জীবনা-বসানে সোণার কাঠির স্পর্শে নব-জীবনের মধ্যে জাগরণ লাভের পর কি একাগ্র, কি উত্তপ্ত অমর স্নেহে সুরমা

বরদাকে জড়াইয়া ধরিল,—তাহা বৎসরের নহে, মাসের নহে, তাহা প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের, প্রতিপলের করুণ ইতিহাস!

কিন্তু গোপন-পাপী পৃথিবী তাহার এই প্রকাশ্য মহত্ত্বের কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারিল না। তাই বরদা সুরমা ও তাহার পুত্রের সহিত দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে একটা সামান্য চাকুরী গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল।

সেখানে তাহার অবস্থান দারিদ্র্যের সহিত হৃদয়ের অপূর্ব্ব উদারতার ও পুণ্যের দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের কাহিনীমাত্র!

৬

সে দিন সন্ধ্যায় আপনার ঘরে ফিরিয়া গিয়া গোপীকান্ত কাহারও সহিত কথা কহিল না। কর্ম্মচারীদিগের নিকট হিসাব না লইয়াই তাহাদের ছুটী দিয়া দিল এবং আদেশ করিল, কেহ যেন তাহাকে সে রাত্রে কোনও প্রকারে বিরক্ত না করে।

আপনার ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া সে চেয়ারের উপর গিয়া বসিল। তখন চোখের সম্মুখ হইতে পনর বৎসরের তাহার এই নির্জ্জন-বাস মুছিয়া গিয়া,

বাঙ্গালা দেশের একটি করুণ গৃহচ্ছবি, এবং তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব সুন্দরী সুরমা জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর তাহার দারুণ পাপকাহিনীর কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, সে আপনাকে আহত, জর্জ্জরিত করিয়া দিতে চাহিল, মত্ত ভুজঙ্গের মত গৃহের চারিদিকে অকারণ গর্জ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

সে যাহাকে ঘোরতর বিপদ ও কলঙ্কের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া আপনি মুক্ত হইয়াছিল, সেই অনাথিনীকে যে আশ্রয় দিয়াছে, সে তাহার নিকট ঋণী বরদা! বরদা কি মানুষ না দেবতা! এবং সেই বরদা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাহাকে এবং সুরমাকে সে ঘরের বাহির করিয়া দিতে গিয়াছিল!

হঠাৎ একটা দারুণ সম্ভাবনা মনে উদিত হইয়া তাহাকে উন্মাদের মত করিয়া দিল। বরদা বলিয়াছিল, তাহার পুত্রের চিকিৎসার্থ ঋণ! সে কোন্ পুত্র? গোপীকান্তের সেই ছোট ছেলেটি নয় ত, সুরমার সহিত যাহাকে সে পথের মাঝখানে বিসর্জ্জন দিয়াছিল? তাহার পাপ এবং নিদারুণ কলঙ্কের পরিচয়, সেই ছেলেটিকেই সুরমার সহিত কুড়াইয়া লইয়া বরদা হয়ত এতদিন বুকের রক্ত দিয়া

তাহাকে মানুষ করিয়াছে ; এবং তাহারই চিকিৎসার জন্য হয়ত আপনাকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছে,—এবং তাহার ফলস্বরূপ —গোপীকান্ত সে কথা জানিত,—সে ধীরে ধীরে আপনাকে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী করিয়াছে !

এ সম্ভাবনা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—সে আর কিছুতেই আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কেহ শুনিতে না পায়, —ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া, বাহির হইয়া পড়িল।

৭

অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খাইতে খাইতে যখন সে বরদার গৃহে পৌঁছিল, তখন গভীর রাত্রি।

এক কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া দীপ জ্বলিতেছিল,—শয্যার উপর সংজ্ঞাহীন বরদা, এবং তাহার শিয়রে সুরমা একাগ্রনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে !

কথামাত্র না কহিয়া, সূচনা মাত্র না করিয়া গোপীকান্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মুখের ভাব তখন উন্মাদের ন্যায় ; উস্কাখুস্কা চুল, এবং রক্ত বর্ণ চক্ষু দেখিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুরমা কহিল—"এতরাত্রে এখানে?"

গোপীকান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, " একটা কথা স্থরমা, একটা কথা—সে কার ছেলে, যার চিকিৎসার জন্য—"

স্থরমা কহিল " অভাগা— "

গোপীকান্ত তাহার নিকট আসিল, " আরও আস্তে, খুব আস্তে ! সে কি—? "

দন্তে দন্ত চাপিয়া স্থরমা কহিল, " হাঁ—সেই ।"

গোপীকান্ত পাথরের মত নিস্তব্ধ নিশ্চল হইয়া গেল !

স্থরমা কহিল, "সে আর নেই—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে চ'লে গেছে !" এই বলিয়া, বরদার মুখের নিকট আপনার মুখ লইয়া গিয়া তাহার কপোল চুম্বন করিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত অশান্ত হৃদয়কে দমন করিতে চেষ্টা করিল ।

গোপীকান্ত মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতে লাগিল । সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"স্থরমা, চল, তোমাদের আমি নিয়ে যাই—"

স্থরমা কহিল, "না, আমার স্বামী তোমাকে ঘৃণা করেন, তিনি—"

গোপীকান্ত কহিল, "আর যদি বরদা না বাঁচে ?"

সুরমার চোখ দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল, "তা হ'লে তোমার কাছে যাব? এত বড় দুঃসাহস, আমার সাম্‌নে—আমার স্বামীর সাম্‌নে—এ কথা উচ্চারণ কর্‌বার দুঃসাহস তোমার মত জানোয়ারের—"

গোপীকান্ত আবার কি বলিতে যাইতেছিল—"সুরমা, কিন্তু—"

সুরমা দুয়ার দেখাইয়া গোপীকান্তকে বলিল "দূর হও, এখনই আমার সম্মুখ থেকে দূর হও!"

গোপীকান্ত যখন গৃহে ফিরিল, তখন চাঁদ উঠিতেছে। আলো এবং অন্ধকারে তাহার শুভ্র প্রাসাদ প্রেতের মত দেখাইতেছিল—গোপীকান্ত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! মনে হইল যেন সে তাহার সহস্র গবাক্ষপথে, একই মাত্র কথা বারম্বার করিয়া বলিয়া দিতেছে, "দূর হও, দূর হও!"

৮

গোপীকান্ত সমস্ত রাত্রি কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে, কেন তাহা ঠিক জানে না,—মনে হইতেছে, যদি কেহ তাহাকে ডাকে! মনে হইতেছে, তাহার মত নিঃস্ব, তাহার মত রিক্ত আজ আর কেহ নাই। মনে হইতেছে, আজ যেন সমস্ত বিশ্ব ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে! টাকার ঝনৎকার আজ একটা বিরাট

বিদ্রূপের মত শুনাইতেছে,—জোর করিয়া যেন কে তাহার সমস্ত হইতে তাহাকে নিঃশেষে বিচ্যুত করিয়া দিতেছে!

তাই একটা আশার কথা—একটা আহ্বান-বাণীর জন্য সে সমস্ত রাত, সমস্ত দিন, উন্মুখ হইয়া আছে। হয় তো এতক্ষণে চোখের কোণে সে বহ্নি মিলাইয়া গেছে, হয় তো সুরমা তাহার কথা ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছে!

সমস্ত রাত কাটিয়া গেল—দিন কাটিয়া গেল,—গোপীকান্ত তেমনি করিয়া আপনার ঘরে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে! বিশ্বটা এক দিনেই তাহার কাছে একেবারে ওলট্ পালট্ হইয়া গেছে—কাল যখন সে দখল লইতে গিয়াছিল, তাহার সহিত আজিকার আর কোন সম্বন্ধ নাই!

এমন করিয়া আর থাকা যায় না। তাই সন্ধ্যার সময় গোপীকান্ত আবার বাহির হইল—এক দিনে সে অনেকটা বার্দ্ধক্যের কাছে গিয়া পড়িয়াছিল, চরণ চলে না, চোখে আর ভাল দেখিতে পায় না।

বরদার বাড়ীর ভিতরে বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত একটা পাথরের উপর বসিয়া পড়িল।

একজন পরিচিত লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "আপনি এখানে ?"

গোপীকান্ত কহিল, "তারা কোথায় ?"

"কারা ?"

"বরদা ?"

আগন্তুক কহিল, "সে ত আজ সকালে মারা গেছে !"

"তার স্ত্রী ?"

"সেও আত্মহত্যা করেছে—বিষ খেয়ে।"

শুনিয়া মনে হইল তাহার চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্ব-সংসার সরিয়া যাইতেছে,—সে আর আপনাকে কিছুতেই সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারিল না—সেই পাথরের উপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

মনে হইল আজ সমস্ত বিশ্ব উন্মাদের বিকট হাস্য করিয়া তাহার অন্তিম আশ্রয় হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে !

* * * * *

তিন দিন পরে কালেক্টার সাহেব তাহার শূন্য প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেন কিসের একটা মর্ম্মভেদী বেদনায় সমস্ত অট্টালিকা হাহাকার করিয়া উঠিতেছিল।

গোপীকান্ত তাহার বিশাল সম্পত্তির ও ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক নিঃস্ব দরিদ্র ও পীড়িতের সেবায়, ও অর্দ্ধেক পুণ্যপথ-ভ্রষ্টা কলঙ্কিনীদিগকে পুণ্যপথে আনয়নের জন্য সুরমার স্মরণার্থ দান করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে !

উপযুক্ত

১

ভারতবর্ষে সে সময় মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। সেই বিরাট বলদৃপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সহিত ভারতবর্ষের বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্য স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাহার মধ্যে রাজপুতানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও বাদ যায় নাই। মৃতপ্রায় বিপুল সরীসৃপের মত মোগলবীর্য্য তখন হীনপ্রভ;—তাই স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী এই রাজ্যগুলি শাসন করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

রাজপুতানার চৌহান ও রাঠোর রাজ্য ধীরে ধীরে এই সুযোগে মোগল অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয়ের চিরন্তন দুর্ব্বলতা হইতে তাহারা মুক্ত হইতে

পারে নাই। রাজ্য দুইটি সমীপবর্ত্তী হইলেও, তাহাদের মধ্যে বৈরীভাব এত ছিল, যে যুদ্ধ বিগ্রহ তাহাদের মধ্যে দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এমন কি কোন চৌহান ও রাঠোর বংশীয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইলে বিবাদ না হইয়া যাইত না। বস্তুতঃ শত্রুভাব এত প্রবল ছিল যে, যে কেহ উভয়ের মধ্যে শান্তি বা বিবাহ বন্ধনের দ্বারা সখ্যসংস্থাপনের চেষ্টা করিবে, উভয় বংশের আইন অনুযায়ীই সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ছিল।

২

রাঠোর বংশের বৃদ্ধ শঙ্কর সিংহ রাজা। তাঁহার দেহের চর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মনের তেজ পঁচিশ বৎসরের যুবারই মত প্রবল ছিল। তিনি যখন রাঠোর বংশের মুকুট পরিয়া রাজকার্য্যে বসিতেন, তখন সমস্ত রাজপুতানায় এমন কেহ ছিল না যে তাঁহার কার্য্যে বাধা দেয়।

বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র তরুণসিংহ, বৃদ্ধেরই উপযুক্ত। লৌহের মত কঠিন মাংসপেশী, লক্ষ্যে অভ্রান্ত, বলে সিংহ তুল্য, নিজের বংশের সম্মান রক্ষায় অদ্বিতীয়, তরুণসিংহ বৃদ্ধ শঙ্করের জীবনাপেক্ষা প্রিয়। তরুণ যখন ছোট ছিল, তখন শঙ্কর তাহাকে নিজের সিংহাসনে বসাইয়া বলিতেন,

ঐ যে আকাশের গায়ে অভ্রভেদী পাহাড়শ্রেণী, ঐ যে হরিৎ বৃক্ষরাজি, এই শ্যামল মাতৃভূমি, তরুণ, তোর পিতৃপুরুষেরা এদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন,—আজ থেকে এ সব তোর—আজ থেকে তোরই ওপর এদের রক্ষার ভার! ছোটবেলা হইতে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রত্যহ জাগরুক করিয়া দিয়া শঙ্কর তরুণের যৌবনকালে তাহাকে অদ্বিতীয় বীর গড়িয়া তুলিলেন।

৩

তরুণ ও তাহার সমবয়সীরা সে দিন শীকার করিতে গিয়াছিল। সমস্ত দিন শীকারের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে আর সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তরুণ তখনও সম্পূর্ণ সতেজ ছিল।

সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। কিছু পূর্ব্বেই তরুণ এক শীকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, গভীর বনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া যখন শীকার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল—তখন তাহার জিদ আরও বাড়িয়া গেল পরাজয় কাহাকে বলে তরুণ জানে না, তাই যখন শীকার করিয়া সে ফিরিতে গেল—তখন দেখিল অন্ধকার হইয়া গেছে—বিজন বনে সে আর কিছুতেই পথ খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রে বিজনবাস তাহার অনভ্যস্ত নহে,—তাই নিজের অশ্বকে নিরাপদ স্থানে বাঁধিয়া কিছু ফলের সন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ক্ষীণ চন্দ্রের আলোকে ভাল দেখা যায় না,—খুঁজিতে খুঁজিতে যেন কাহার গায়ে হাত লাগিল।

অপরিচিত হস্তস্পর্শে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতস্বরে কহিল, "কে তুমি!" তরুণও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল "তুমি!"

অপরিচিত একটু থামিয়া, কম্পিত কণ্ঠে কহিল "আমি স্ত্রীলোক, তুমি যেই হও, দয়া করে—"

তরুণ সসম্ভ্রমে পিছাইয়া আসিল, "তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। রাঠোর বংশের তরুণ সিংহের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।"

অপরিচিত বিস্ময়ের সহিত কহিল "তরুণ সিংহ—তুমিই রাঠোর বীর তরুণ সিংহ! কত না তোমার বীরকীর্ত্তির কথা আশৈশব আমরা শুনেছি—কতবার না ভেবেছি একবার তরুণ সিংহকে দেখে জীবন সার্থক করবো। যার অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী গভীর বন জঙ্গল গিরি গুহা ভেদ করে চৌহান রাজ্যের রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেছিল,—আজ

কে মনে করেছিল এই একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় তাকেই আমি আমার রক্ষকরূপে পাব।"

তরুণ নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল "তুমি ?"

রমণী কহিতে লাগিল—"আমার দুর্ভাগ্য-কাহিনী বলবার জন্য অভাগিনী যে তোমাকেই পেয়েছে এ তার অল্প সুকৃতি নহে। আমি মৃত চৌহান-রাজপুত্রী,—আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার খুড়া সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন, এবং সিংহাসনের পার্শ্বের বহুতর আবর্জ্জনার সঙ্গে আমাকে এই গভীর বনে আজ নির্ব্বাসন দিয়াছেন! যখন একমাত্র মৃত্যুকে লক্ষ্য করে আমি হিংস্র জন্তুর অপেক্ষায় এখানে বসেছিলাম,—তখন তুমি আমাকে দেখা দিয়েছো! তোমার দেখা পেয়ে আমার আবার নূতন করে বাঁচবার ইচ্ছে হয়েছে,—তাই এই সহায়হীন অবস্থায় আমি আমাকে তোমার নিকট সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিলাম—তোমার যা অভিরুচি হয় কর।"

তরুণ কহিল—"চৌহান বংশের কাহাকেও গ্রহণ করায় আমাদের কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বংশের সঙ্কীর্ণ আচার রক্ষা করার চেয়েও মহত্তর ধর্ম্ম আছে—এবং কোন কঠিন দণ্ডই রাঠোর-বংশজাত তরুণ সিংহকে অনাথা আশ্রয়হীনাকে প্রত্যাখ্যান করাতে পারবে না

—সুতরাং তোমাকে আমি আশ্রিতারূপে গ্রহণ করলাম।”

৪

পরদিন প্রাতে সঙ্গীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তরুণ তাহার পিতাকে পত্র দিল—

“বাবা, কাল শীকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে রাত্রির অন্ধকারে আমার সহগামীদের হারিয়ে ফেলে যখন একলা হয়ে পড়লাম—তখন ভারি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হয়েছে। সেই বিজন বনের মধ্যে হঠাৎ একজন আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হল—সে চৌহান-রাজকন্যা; তার খুড়া তার বাপের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করে তাকে এখানে নির্ব্বাসন দিয়েছে। ভয়ে যখন সে এই গভীর বনের মধ্যে মূর্চ্ছিতপ্রায় হয়েছিল, তখনই আমার সঙ্গে দেখা! অভাগিনী আমার শরণ গ্রহণ করলে—ভয়ার্ত্তকে শরণ দেওয়া মানুষের, রাঠোর-বংশধরের ও শঙ্কর সিংহের পুত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করে আমি তাকে গ্রহণ করেছি। বাবা, তোমার পুত্রের প্রতিজ্ঞায় যদি কোন দৃঢ়তা থাকে ত আমি বলছি,—রাঠোর বংশের শপথ, তোমার শপথ—প্রাণ থাকতে আমি তাকে ছাড়বো না! যে দণ্ড রাঠোর রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী আমার প্রাপ্য

হবে, রাঠোরদের শক্তি থাকে ত আমাকে দিক,—আমি গ্রহণ করব। তোমার আদেশের অপেক্ষা করে রইলাম। ইতি—তোমার সৌভাগ্যশালী পুত্র তরুণ।”

তাহার উত্তর আসিল—

“বাবা তরুণ! এই বুড়োকে, রাঠোর-বংশকে তুমি ধন্য করেছ! শরণাপন্ন স্ত্রীলোককে যে আশ্রয় দেয়, সে ভগবানের রাজ্যে অপূর্ব্ব গৌরব লাভ করে, তার স্বাদ বুড়া শঙ্করও জানে না!

“চৌহান-বংশের স্ত্রীলোককে গ্রহণ করার শাস্তি—উভয়ের মধ্যে কাহারও মৃত্যু। তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যুদণ্ড দিতে পারিলে রাঠোর-রাজ্যের আইনের সার্থকতা হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর কাহারও ক্রোধ নাই। অতএব উপস্থিত রাঠোরদের রাজাদেশ তোমার মৃত্যু।

“রাজাদেশ এই; কিন্তু তোমার পিতার আদেশ, বৎস! বিপন্না রমণীকে ত্যাগ করিও না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তোমার মত ধর্ম্ম ও গৌরব অর্জ্জন বিচিত্র! যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছ, সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা,—চিরকাল তাহার যোগ্য হও—তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ জীবনে ও মৃত্যুর পরেও চিরদিন তোমাকে অনুবর্ত্তন করিবে।”

সেই দিন শঙ্কর সিংহ রাজাদেশ প্রচার করিয়া দিলেন, তরুণকে—জীবিত অথবা মৃত—যে ধরিয়া আনিতে পারিবে সে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।

৫

যাহারা তরুণ সিংহকে ধরিতে গিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—শঙ্কর সিংহ তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন।

যুদ্ধ করিয়া গণপৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল। বন্দুকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল "এমন ধারা অসম-সাহস আমি আর কখনও দেখিনি! যেন একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! সে সেখানে যে কয়জন অনুচর সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে—তাদের বীরত্বও অদ্ভুত! আমরা পঞ্চাশ জন তাকে ধর্‌তে গিয়াছিলাম,—তারা ছিল মোটে কুড়ি জন,— কিন্তু কি বীরত্ব কি কৌশল! পঞ্চাশের মধ্যে আমরা পনর জন ফির্‌তে পেরেছি—তাও নিতান্ত অসমর্থ হ'য়ে—"

শঙ্কর সিংহ ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন "রাঠোরদের বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধাচারীর যশোগান শোন্‌বার জন্যে তোমাকে এখানে ডাকা হয়নি, গণপৎ! তোমার উচিত ছিল, না ফিরে আসা! আজই আবার একশত লোক নিয়ে যাও, এবং যদি তরুণকে ধরে না আন্‌তে পার ত

শত্রুর বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা কর্‌বার জন্তে আমার সম্মুখে আসার কোন প্রয়োজন নেই।”

গণপৎ মাথা নীচু করিয়া রহিল।

৬

দ্বিপ্রহর—ভারি গরম। চারি দিকে হাওয়া উঠিয়াছিল, কুটিরের দুয়ার বন্ধ করিয়া তরুণ বন্দুক সাফ্ করিতেছিল। কাছে লছমী বসিয়া। তাহারই পানে চাহিয়া তরুণ কহিল “লছমি, শঙ্করের ছেলে তরুণ জীবনের চেয়ে সম্মান ও ধর্ম্ম রক্ষাকেই বড় মনে করে,—মৃত্যুকে সে যখন এত তুচ্ছ ভাবে তখন তোমার চিন্তা কিসের?”

লছমী কহিল “তরুণ, মৃত্যুকে সব সময়ে তুমি আলিঙ্গন করে নিতে প্রস্তুত তা আমি জানি, কিন্তু আমার কাছে কি তোমার জীবনই অমূল্য নয়? মৃত্যুকে ভয় চৌহান-রাজকন্যা, তোমার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত লছমীও করে না,—কিন্তু তোমার জীবন ত তার কাছে তুচ্ছ নয়—”

এমন সময় দ্বারে কিসের শব্দ হইল—বন্দুক উঠাইয়া ধরিয়া তরুণ হাঁকিল “কে ও?”

দ্বারের পার্শ্ব হইতে করুণকণ্ঠে উত্তর হইল “আমরা বিপন্ন ক্ষুধার্ত্ত পথিক—আশ্রয় ভিক্ষা করি।”

তরুণ দুয়ার খুলিতে গেল—লছমী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল "রোস, তোমাকে যদি ধরতে এসে থাকে !"

ভৎর্সনার দৃষ্টিতে লছমীর দিকে চাহিয়া তরুণ কহিল "লছমি, রাঠোরদের মধ্যে এত কাপুরুষ কেহ নাই,—যে চোরের মত আমাকে ধরতে আস্‌বে ! একথা আমি বিশ্বাস করিনে।"

বাস্তবিকই দেখিয়া মনে হইল পথিকগণ শ্রান্ত হইয়াছিল। তাহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া তরুণ ও লছমী তাহাদের সম্মুখে খাদ্য আনয়ন করিয়া কহিল—

"গৃহে সামান্য যা ছিল তাতেই আপনারা কথঞ্চিত ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন।"

তাহাদের সহিত তরুণ ও লছমীও খাইতে বসিল। যখন সকলেই খাইতেছিল, তখন হঠাৎ তিনজন আগন্তুক তিনটি বন্দুক বাহির করিয়া কহিল "তরুণ, রাঠোরদিগের মহামান্য রাজার আদেশে তুমি আমাদের বন্দী।"

ঘৃণার সহিত তাহাদের দিকে চাহিয়া তরুণ কহিল "পবিত্র-রাঠোর-কুল-কলঙ্ক ! ধিক্ তোদের ! আমাকে স্পর্শ করিসনে,—শৃঙ্খল দে, আমি নিজে পরিতেছি। এ ঘৃণার কথা কেহ যদি শোনে ত সে লজ্জা রাখিবার স্থান রাঠোরদের নাই ! নিরস্ত্র ভোজন-প্রবৃত্ত শত্রুকে ধরার অগৌরব ও কলঙ্ক আমাদের বংশে এই প্রথম।"

লছমী হাত যোড় করিয়া কহিল "ওগো তোমরা আমাকে নিয়ে চলো। আমার মৃত্যুতেও তোমাদের আইন তুষ্ট হবে।"

তরুণ লছমীর দিকে চাহিয়া কহিল "লছমি, আমি চললাম। এ জীবন এই পর্য্যন্ত! কিন্তু আমাদের যে মহত্তর জীবন গড়ে তোলবার কল্পনা ছিল, তুমি যেন তারই মত হও, তোমার প্রত্যেক কায যেন তা হতে ভিন্নরূপ না হয়।"

লছমী সাশ্রু নেত্রে তরুণকে কহিল "কিন্তু এমন করে আমাকে একেলা ফেলে তুমি যেতে পারবে না—কখনও পারবে না! আমি তোমার যোগ্য কখনও হইনি,— তাই কি তুমি ফেলে যাচ্ছ? কিন্তু পারবে না—পারবে না!"

লছমী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল শৃঙ্খলাবদ্ধ তরুণকে সেই তিনজন এবং তাহাদের সহিত কুটিরের পার্শ্বে লুক্কায়িত আরও বহুতর সৈন্য মিলিত হইয়া লইয়া গেল।

৬

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিমে ডুবিতেছিল। শঙ্কর আপনার গৃহে দ্বারে বসিয়া ভাবিতেছিল "ক্ষণিকের জন্য এই জীবন—ক্ষণিক এই সম্পদ—কিন্তু ধন্য তরুণ,

তোমার ঐশ্বর্য্য অক্ষয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঐ গাছগুলোর মত আমার জীবন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু আমি এই সুদীর্ঘ জীবনে কি করতে পেরেছি—যা—"

এমন সময় শঙ্করের সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া ডাকিল "বাবা!"

শঙ্কর বজ্রাহতের মত চমকিয়া উঠিল "কে!"

"আমি তরুণ!"

"তরুণ? তুমি জান—?"

"জানি। আমি স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণ কর্ত্তে এসেছি।"

খানিকটা স্তব্ধ থাকিয়া শঙ্কর কহিল "স্বেচ্ছায় এসেছ? জান কি শাস্তি?"

"মৃত্যু"

বসিবার আসন দুই হাতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া শঙ্কর কহিল "হাঁ, মৃত্যু! প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত!"

আপনার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া শঙ্কর কহিল "যোশি, পশ্চিমধারে বন্দুকটা আঁছে— নিয়ে এসো, তরুণ এসেছে—"

যোশী কাঁদিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল "আমার তরুণকে একবার প্রাণ ভিক্ষা দাও—এই একটিবার।"

বৃদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল "তরুণ আমারও যোশি! কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত তরুণকে তুমি আমি কেউ বাঁচাতে পারবো না।"

বন্দুক আসিল। শঙ্কর হাঁকিয়া কহিল "বিশ হাত দূরে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াও।"

যথাদিষ্ট করা হইলে শঙ্কর হাঁকিল "প্রস্তুত?"

"হাঁ।"

অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া কালান্তক গুলি ছুটিল।

*   *   *   *   *

৮

বন্দুকটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া শঙ্কর কহিল "যোশি, সব শেষ!"

এমন সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ তরুণের সহিত সৈন্যদল উপস্থিত হইল! গণপৎ অভিবাদন করিয়া কহিল "সম্রাট, অপরাধীকে ধৃত করিয়াছি—"

তরুণ আগাইয়া আসিয়া কহিল "রাঠোর-বংশের রাজা —আমার এক আবেদন আছে! ইহারা নিঃসহায় পথিক সাজিয়া আমাকে ভোজনকালে নিরস্ত্র ধরিয়াছে—এ কলঙ্ক রাঠোর-কুলে এই প্রথম! আমি তাহার বিচার চাহি।"

শঙ্কর কহিল "তার শাস্তি মৃত্যু, তরুণ! কিন্তু সে পরে। আমি উপস্থিত জানিতে চাহি—তরুণ কয়জন আছে। একজন এই মাত্র তরুণ আসিয়াছিল—স্বেচ্ছায় সে শাস্তি ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে—ওই তার মৃতদেহ!"

তরুণ ছুটিয়া গিয়া মৃতদেহের পার্শ্বে বসিল,—তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল!

শঙ্কর কহিল "কে এ?"

মৃতদেহ আপনার ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া তরুণ কহিল "বাবা, এই সেই চৌহান-বংশের রমণী, যাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে আমার মৃত্যু তোমরা চেয়েছিলে; এই তোমার পুত্রবধূ লছমী, যে তার স্বামীকে আইনের কঠোর দণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্যে তরুণ সেজে মৃত্যুকে হেলায় ডেকে নিয়েছে।"

শঙ্কর মৃতের কপোল চুম্বন করিয়া কহিল "তরুণ, তোমার ও তোমার পিতৃগণের বহুতর গৌরবময় কর্ম্মের ও আত্মবলিদানের কাহিনীতে রাঠোর কুল সমুজ্জল; কিন্তু আমার পুত্রবধূ যে গৌরব আজ তাকে দান করেছে, তার তুলনা কোথাও নেই, কোথাও ছিল না! আমি আশা করি তুমি তার উপযুক্ত হবে।"

খানিক পরে শঙ্করসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আমার পুত্রবধূ লছমীর মৃত্যুতে রাঠোরদের সনাতন বিধান সার্থকতা

লাভ করিয়াছে—তরুণের জীবনের উপর তার আর কোন অধিকার নাই ; সুতরাং তরুণ আজ হইতে স্বাধীন—রাঠোর রাজার এই আদেশ।"

* * * * * *

তরুণ কহিল "বাবা, লছমী আমার জীবনকে যে গৌরব দান করেছে, তার উপযুক্ত কাজ যাতে কর্ত্তে পারি, তাই জন্য প্রার্থনা—"

শঙ্কর কহিল "কি ?"

"নিরস্ত্র আমাকে ধরেছিল। আমি একটি অস্ত্র চাই।"

শঙ্কর কহিল "আমার অস্ত্রাগারে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যে অস্ত্র তাহা তুমি লইতে পার।"

* * * * * *

গভীর রাত্রি। চাঁদ বহুক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছিল—এবং উচ্ছৃঙ্খল বাতাস হু হু করিয়া বহিতেছিল।

এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজে বিনিদ্র শঙ্কর উঠিয়া বসিল। স্ত্রীকে কহিল "যোশি, ঈশ্বরের দিব্য, তরুণ আজ লছমীর স্বামীর উপযুক্ত কাজ করিয়াছে!"